অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাসুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩; ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা। প্রতি খণ্ড ৷৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ। কলিকাতাঃ—২৭এ পৌষ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১০ই জানুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ। ৪৮ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্বস্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধিমন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ,, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ড, যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রকাশের পরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মুল্য ৫৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১ টাকা। ব্যারিং বা পেড একই শুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা এবং সাহেব লোকের পত্র দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ডাকমাশুল বাদে অন্যূন ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পরে।

যে সমস্ত আরোগ্য সমাচার সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে তাহা একত্রে প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বাহুল্য মাত্র। এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দ্বৌকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগল পুর

অমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশর তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার কারানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে!

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্ব ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টীর ২দুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎক র ঔষধ তাহা জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ। আসাম

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা কারইয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর কলিকাতা

আমার পত্নীর সুতিকার পীড়ার জন্য যে অমৃতরস প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার হই য়াছে।

শ্রীরাজ কুমার ঘোষাল
সীমলা কলিকাতা

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমার একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়েসময়ে এরূপ অজস্র শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করাইতে ক্রটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎবিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দিন ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুণ দেখিয়া আমার বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমারা মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিযে, মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদান জেলা বর্দ্ধমান

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জননী ঠাকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি আক্রান্ত পিত্তশূল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতরসের অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলাম অনেক ডাক্তার হকিম ওবৈদ্য দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই অরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীকাঙ্গালী নাজীর
পীলে গ্রাম, জেলা হুগলী

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাইয়া আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এক কালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসূদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠকুর অতীব কষ্টদায়ক ও প্রাণ নাশক গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হওযায় দেশীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্কান্ন ও গগণসুন্দর প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এবং গ্রহিণী মিহির তৈল প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর রোগের কোন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাত তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঁশডিহা জেলা বালেশ্বর।

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উক্ত ঔষধ একটি সুতিকা পীড়ায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে রোগী উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহরি দয়াল চৌধুরী
উকড় সাহা জেলা বর্দ্ধমান।

হাশয়ের মহৌষধি অত্র স্থানে যিনি সেবন করি-
সকলেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী লোকনাথ দাস বসু

কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি,
ময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ
তেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হই
ল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে
শয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম
তে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী

হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতি
র্ব্ব ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের অবিস্কার দেখা যায়
ই। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়া-
লাম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা
রি যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন
হারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রী প্রতাপ চন্দ্র দাস

কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত ব্যাধি, বাকরোধ
ইয়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার
মৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে
বেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার
ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং
সই সমুদয় বটীকারই ফল পাইয়াছি অর্থাৎ সমুদয়
রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণী কান্ত রায়

দাসড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনা-
ইয়া প্রায় ৯০ জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য

মলিয়াতা রাজবাটী দুর্গা পুর।

CHOLERA PILL.

I have very great pleasure in informing you that your cholera pills have been a great boon to those infected with cholera. I tried them in 50 cases in all of which they were successful except in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to inform you that during the recent outbreak of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness and were found to be efficacious.

T. B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to the general efficacy of your cholera pills, they having proved superior to all allopathic medicines in cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that your cholera pills were administered in 10 cases with successful results.

D. S. Gholker
S. N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said pills,

Tarinee Prosad
Pleader,
Judge's Court, Bhagulpore

I am much indebted to you for your cholera pills. I have administered them in upwards of 23 cases in which I found it to be most efficacious confidently say that they are the best re- for the epidemic. In fact they have to be a talisman. Amongst the cases in nich I tried your pills only one proved fatal drobably on account of the advanced state of the disease.

Anna Gopal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit,

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Rurkee,

My sister who was suffering from chronic Dyspepsia and Dysentry for a long time, has greatly benefited by the use of one phial of your valuable Amritarassa.

Jogendra Chander Bose
Pleader, Ludhiana,

The phial of your Amritarassa that you sent me has perfectly cured me of Dyspepsia and Diarrhœa I gave a little of it to a Mr Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

OVERSEER WANTED.

Wanted for the service of the District Road Cess Committee of Rungpore a competent Overseer who must be qualified by the P. W. D. standard and have a practical knowlege of brick-making. Salary inclusive of all allowances Rs. 100 per month, Apply, early stating qualifications and furnishing copies of testimonials, to

James Robinson C. E.
Executive Engineer
District Engineer, Rungpore.

N. C. CHATTERJEE'S MIXTURE.

AND OINTMENT.

Per bottle 1-4
Ointment 1-4
} Exclusive of Dakh charges for the mofussil.

An invaluable remedy in all cases of chronic fever, malarious fever with spleen and liver complications,

Trial solicited.

Sold at Burra Bazar at No, 1 Doorga Churn Pitorry's lane, at No, 4 Aubhoy Churn Haldar's lane and at the Govt, Brick Fields Akhra,

সেবন করিলে বুঝিতে পারিবেন!!!

"টনিক ড্রপ" ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বর (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া) প্লীহা, যকৃত, উপদংশ ও ধাতু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া, শীর পিড়া প্রভৃতি অতি স্বল্প দিবস ব্যবহারে আরগ্য করিয়া, শরীর বলকারক করে। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

"গনোরিয়া মিক্সচর" ইহা দ্বারা নূতন ও পুরাতন মেহ রোগ এক বারে আরগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা

আমাদিগের ঔষধিতে পারা ইত্যাদি কোন প্রকার অনিষ্টকর ধাতু নাই। যদ্যপি ডাকের বা অন্য কোন প্রকার টিকিটে কেহ মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে টাকা প্রতি /০ এক আনা বাট্টা সহিত পাঠাইবেন। শিশির উপর প্রশংসা পত্র সহ ব্যবহার প্রনালীর কাগজ বেষ্টিত থাকিবে।

কেঃ এমঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানি (ড্রগিষ্টস)

বেনারস।

Wanted three (3) Inspectors and some vaccinators in the districts of *Purneah* and *Maldah*. The pay of Inspectors is Rs. thirty 30) and Rs. twenty (20) for working and recess seasons respectively and that of vaccinators is Rs. ten (10) and Rs. six (6) for the two seasons.

Applications with copies of testimonials to be forwarded to the undersigned within a fortnight after the date of publication.

Narendra Nath Gupta.
3rd Grade Assistant Surgeon.
Deputy Superintendent of Vaccination.
Darjeeling Circle.
PURNEAH.
Purneah the 21st December 1877

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

১নং আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিনাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।

১২ শিশি ৫ টাকা		২৪ শিশি ১০ টাকা।
ক্যাম্ফার		১ টাকা।
পকেট কেস	শিশি ১২	২৪ ৩০ ৩৬ ৬০
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক	৭	১২ ১৫ " ২৮
১ ড্রাম শিশি	৯	১৬ " "
২ ড্রাম শিশি	১২	২০ " ৩০

বিনা পুস্তক।

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,

হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

কশ তুর্ক যুদ্ধ।

প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ মূল্য ও ডাক মাশুল /০ আনা হিসাবে পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। ১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; ১৩৫নং দড়মাহাটা ষ্ট্রীট মহেশচন্দ্র ভৌমিক; ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ও চিথলিয়া দোগাচি পোষ্ট পাবনা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল /০ আনা মাত্র।

NEW AMALGAMATED SOCIETY OF RAILWAY SERVANTS IN INDIA.

REGISTERED UNDER ACT XXI OF 1860

HEAD OFFICE ALLAHABAD.

The above Society has been established for the purpose of carrying out the following objects.

The improvement of the general condition of Railway servants in India. To afford assistance to its members when thrown out of employment. To provide legal support for its members and also render them assistance in cases of sickness. It likewise affords a superannuation allowance to old, or disabled members, and will promote such undertakings as will conduce to the improvement of the Railway service generally. In addition to the above the relatives of a deceased member, not in arrears with his subscriptions at the time of his death, are entitled to the sum of Rs. 250, Rs. 150, or Rs. 75 according to the class of subscribers the deceased member may have belonged to. There is also a Death Benefit Fund attached to the Society and on the death of any member belonging to the Fund his nomine will receive one quarter the amount there is in Fund.

ANY Railway employed *whatever, his caste, creed,* or *nationality,* is eligible for membership in the Society, providing he is a *sober, steady, industrious* man who *understands* his work, and can *read,* and *write.* The following are the fees payable by members.

	On joining, including 1st month's Subscription and cost of rule book.			Monthly subscription payable in advance.		
	Rs.	Ans.	P.	Rs.	Ans.	P.
Class A.	12	4	0	2	0	0
,, B.	7	4	0	1	0	0
,, C.	3	12	0	0	8	0

And an annual assessment payable in Janu for all classes of eight annas per member, to revert exclusively to a Delegate Meeting Fund.

The Society is established on most of the Indian Railways, and possesses a journal of its own in which are published the proceedings of the various meetings that are held.

For further information apply to any of the Branch Secretaries or to

F. T. ATKINS
General Secretary
New Amalgamated Society
of Railway Servants in
India, Allahabad.

Tenders are invited by the undersigned for the supply of 100,000 large, new, light colored, clean, well grown cocoanut husks from which the nut have been abstracted.

Delivery to be taken at one of the Calcutta Ghauts.

A. LETHBIRDGE.

INSPECTOR GENERAL OF JAILS.

BENGAL.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURDAY JANUARY 10, 1878.

The initiation and admission of students of the Albert Temple of Science will take place today, when Dr. Banerjea will give an address to the students. We understand a great many students have applied for admission, not only from Calcutta and the Maffsal of Bengal, but from distant parts of India. But a limited number only of students will be admitted as the Institution has not sufficient appliances to admit a large number.

———ooo———

The appearance of the *Indian Mirror* as a broad sheet must be regarded as one of the marked epochs in the history of native journalism. To it the country will be for ever grateful for this brilliant enterprize, and the country ought to come forward with their support. If we neglect to encourage such enterprize as this, we simply injure our own national interests. Let us foster enterprize and we shall find it among our countrymen, and we therefore hope that the general public will give a lending hand to our brother, who will have to struggle with stupendous difficulties, for a time at least.

———ooo———

The people of Dacca will rejoice to learn that Mr. A. Smith has been appointed to act as their Commissioner. Mr. Smith is one of our best Civilian Executive Officers. We also find that Mr. W. S. Wells acts as Comissioner of Burdwan. This is, we fear, hardly good news to the people of that district, but Providence works good by a combination of good and evil.

———ooo———

So Dr. Mackenzie and not Dr. Gupta has been appointed in the place of Dr. Woodford in the Campbell Medical School. Let it be borne in in mind that, this is an appointment which was in the power of His Honor, the Lieutenant Governor, to offer to the natives. We might have excused His Honor, if his minister had opposed him, but as a matter of fact, the Surgeon General recommended Dr. Gupta, and in spite of the recommendation, His Honor was pleased to appoint Dr. Mackenzie in the place. Common courtesy demands that men at the head of Departments, should not be interfered with in such matters, and as a matter of fact, it is rarely done. But in the Medical Department the voice of the minister ought to be supreme in purely professional matters. However, we see our pro-native Governor has rejected the native recommended by his minister, in favor of a European. Is Dr. Mackenzie too a Burma man?

———oo———

It is rumoured that considerable changes in the India Medical Department are in contemplation by the Supreme Government. The Lieutenant-Governor of Bengal is said to have recorded a Minute in which His Honor, on the score of economy and despatch of public business, has suggested the necessity of separating the Civil Medical from the Military Medical Service, and of transferring it from the supervision and control of the Surgeon-General to that of the local Government, and if need be, to appoint a British officer at the head of the department, or to carry out the long proposed scheme for amalgamating the two services. The Government of India have forwarded the said Minute to the Secretary of State for consideration and orders, and have, in the meantime, directed that all permanent appointments and promotions in the departm ent should now be made provisionally, pending the decision of the Home Government on the re-organization of the Indian Medical Department.

———ooo———

A correspondent at Rajshye sends us hhe following relating to the eastern question:—

Conquests in Armenia and the fall of Plevna are stern and significant facts which ought to move the English, if not all the European Politicians, seriously to think.

The Russian progress in the East is looked by all the European Powers with perfect indifference except Great Britain which has a large Eastern dependency. Great Britain will thus have to settle the Eastern question with Russia allied only by Turkey that is now prostrate and must submit to such terms as her old and inveterate foe would choose to offer.

The prospect of interests opposed to Russia cannot be bright under such a state of things. The hope that the public entertained of the solution of the Eastern question by the mediation of the Great European Powers, is not fulfilled. United Germany which is now virtually the umpire and arbiter of Europe, has declined to meddle with the contending parties who are told to settle their disputes themselves by such terms as may be opened upon between them.

This is a new phase in European Politics, that is mainly brought about by the humiliation of France and the unity of Germany.

One of the great accidents in modern Politics, is the unity of Germany which reflects great credit to Prince Bismarck who has accomplished it. Prussia, already a great Military Power, has obtained such addition of strength by the unity of Germany under her control that there is no Power under the sun that unaided can venture to disobey her mandates. The result has been that Europe has lost that balance of power which alone was once found equal to curb that great military genius the 1st Napoleon who was not scrupulous to take that which did not belong to him. In the late Franco Prussian war, other European Powers were only co-spectators of the great struggle which ended in the humiliation and dismemberment of France, "Might is Right" is the dangerous principle which seems to be introduced and recognized since in Europe. And that is the principle which is now governing European Polities. United Germany was great in strength and therefore succeeded in humiliating France. Now Russia is great in strength and would succeed in making Turkey accept such terms as she should choose to propose. Where others would not mediate the strong and the victorious party is the master of the field and can do all it chooses to do.

The mediation of England will not be accepted. And England unaided is not, it is apprehended, of sufficient strength to make herself heard by Russia. If England chooses to make a military demonstration in favor of Turkey to terrify Russia to favorable terms, forthwith would Germany come with its colossal power to aid Russia. Thus the solution of the Eastern question is difficult. And it is not easy to prophesy how it would terminate.

The relation of the Indian Empire with the hill-tribes and Cabul is also not very comfortable, and is calculated to raise apprehensions nearer Home. Surely the policy of the Government to cajole Cabul by a pecuniary bribe was affiminate and unwise, The Ameer has from that time been puffed up with the idea of his own importance, Whether Russia is intriguing in Cabul and whether Cabul is influenced by the crooked diplomacy of Russia is not very certain But there cannot be any doubt that Cabul is coquetting between Russia and England with a view to extort a large pecuniary bribe. To this one end all her present demonstrations seem to tend. I am afraid she would not stop in her course of coquetting till she is undeceived by a show of superior force by which the Asiatics are easily convinced.

———ooo———

MR. BRIGHT ON INDIA.

The great orator of England and friend of India has again spoken. The name of Bright will be ever remembered with gratitude by the people of this country. He has always raised his strong voice for India, and the great famine which has whitened the Deccan with the bones of half a million of human souls has just now engaged his attention On Dec. 11 a large meeting of merchants, manufacturers, and others was held in the Manchester Town Hall upon the subject of famines in India, and Mr. Bright took the occasion to deliver a brilliant speech thereon. We regret we have not space enough to publish the whole speech, but we shall select portions of it and lay them before the reader.

Mr. Bright describes the Indian Empire as "a country so vast that no Englishman has an acquaintance with all of it; a country so peopled that no census can give us any accurate account of its population; and a country which contains probably, 250,000 000 of men, women, and children, who own directly or indirectly, some sort of allegiance to the Queen of this nation." The population of India is 5 times the population of the whole of the rest of the British Empire, and let us see what Mr. Bright considers about the manner in which the English nation came into this position in relation to India Mr. Bright is of opinion that "it is not by the ordinary course of a long succession that the Crown of England has power in India. It is not that we have held in there by centuries of undisputed possession. Our power there is little more than a century old, and the Empire has been built up by means, which, I an afraid, have been instrumental in building up all other great Empires by *ambition*, by *crime*, and by *conquest*." Those of our Anglo-Indian masters who call us a morally depraved race should take note of this fact. But let that go. The English nation founded their Indian Empire, according to Mr. Bright, by perpetrating all sorts of iniquities, and let the same authority speak as to how they treat the people of this country. "We can claim the ownership of all the land," he says, "the Government fixes for the most part what rent it chooses to receive, which is generally, I am sorry to say, *the utmost it can compel*.' Mr. Bright then refers to the many taxes and duties which we have to pay to our English rulers, some of which he characterises "extremely oppressive to the poor people, cruel, and through which we send the tax-gatherer into the humblest hovel of that vast Empire.', Mr. Bright does not stop here, but describes how we are being governed by our English masters. "Now besides this," continues Mr. Bright "remember all this population has no voice: it is dumb before the Power that has subjected it. It is never consulted upon any matter connected with its government, it is subject to the Power that rules over it in a manner that cannot be said of the population of any civilized or Christian people in the world. We raise revenue, we create patronage, we páy salaries and pensions, and we trade extensively with the country."

Mr. Bright then compares the prosperous condition of ancient India with the present deplorable state of the Indian Empire. "You have known or heard" says he "in past times of the riches of India. In fact, within the last 100 years, whenever this word 'India' was mentioned, a floating vision of vast wealth passed before the eye and the understanding. And yet there is nothing in the world more clear than this: that India is essentially at this moment in great and abject poverty, and the reputation of its wealth has been but a proof that it was a country which marandeers have always found easy to plunder." Mr. Bright then gives a succinct account of the famines which have visited India from time to time. There was a famine in 1837-38 which affected 8 millions of people, 5 millions recovery, during which no less than 800,000 persons died of starvation more than half as many again as all the men, women, and children in the great city of Manchester. In 1860-61 there was another famine. There were 13,00,0000 then affected, and 5,0 0,000 suffered severely. The mortality though not on record is believed to be enormous. In 1866 there was the famine in Bengal and Orrissa when a quarter of the population died in some of the districts. In 1868-69 there was a great famine in Rajputna and the surrounding districts. One hundred thousand square miles, that is, one-sixth of the whole area of the counrty, were more or less affected by this famine and 1,250,0 0 persons were admitted by the Government estimate to have perished from hunger in that famine. In 1877, the year which has just closed upon us, it is estimated that more than 500,000 people have died, and these do not represent the whole calamity. Mr. Bright alludes to these famines and condemns the Government for its inability to prevent their recurrence. He says: "India is poor; its taxation is almost without limit. It is so high that you cannot turn the screw a bit more. There has been far many years very frequently a deficit when annual expenses were made up, there is bankruptcy threatening, there is the loss of credit to the Government; and yet there is no Governor General in India with his Council, there is no Indian Secretary in London with his cumbrous and burdensome Council not one of those great personages connected with the Government of India steps forward resolutely with intelligence and force and courage to say, this great calamity, so injurious to India, so perilous and humiliating to England shall, if possible, be put an end to."

Mr. Bright thinks that the present form of Government does not suit the people of this country. The speaker says: "I do not think half a dozen gentlemen in Calcutta, and who spend, I believe, half the year at Simla, are capable of governing or administering the government of 200 or 250 millions of people. I think it is an impossibility which no man, in the present state of knowledge and morality, will ever be able to overcome, to govern one-sixth of all the population of the globe by half a dozen officers from this country; governing a people who have been conquered, and therefore must be less easy to govern, a people who are foreign and therefore whose wants must be less understood. I repeat that there never was anything in the world so monstrous as to believe half a dozen officers in Calcutta can govern one-sixth of the population of the globe, comprising 20 or more different nations, and speaking 20 different languages."

On the question of economy Mr. Bright makes this observation: "The people with white faces, English, Scotch, Irish, and so forth are nearly all in the service of the Government. I am not speaking now of the handful of merchants, but all the civilians, engineers, military men, every body, they have all an interest in patronage, promotion, salaries, and ultimately in pensions." And then as to the public opinion which fights in favor of economy he speaks in this way. "There were two sets of news-papers—first, those which are published by Englishmen, and those being the papers of the services cannot of course be in favor of economy. They abuse me whenever I mention India in a speech of only a single paragraph, and no doubt they will do the same for what I am doing now." Yes, the Anglo-Indian papers with perhaps one or two exceptions, be it recorded to their shame, are wat they are represented to be. Then there are the native papers and although there were a great many published in the native languages, still they have not of what we call political influence. The Government officials look into them to see if they are saying anything unpleasat to the Government, anything that indicates sedition or discontent, but never for the purpose of being influenced by the judgment of the writers and editors." The actual press of the country which touches the Government is, according to Mr. Bright, the press of England, and that press, he is of opinion, "is in favor of annexation, more places, more salaries, and, ultimately, more pensions." Of these salaries, and ultimately pensions, he says "I believe there is no service in the world, and never has been; in which salaries have been so high and pensions so large as those that have been given by the Indian Government, whether under the Indian Company or under the present Government of the Crown." He continues: "I may say further that the military expenditure which consisted only of the charge for an army of 40 thousand men before the Mutiny, consists now of the charge for an army of 60 thousand Europeans, although the Mutiny was subdued, I believe, before a single soldier had landed in that country from this."

Mr. Bright finds something radically wrong in the present Government and feelingly observes: "I say that a Government over 250 millions of people, which has levied taxes till it can levy no more, which spends all that it can levy, and which has borrowed 100 millions more than all it can levy, a Government like that has some fatal defect, which at some not distant time may bring disaster and humiliation to the Government and to the people on whose behalf it rules."

———ooo———

MONEY AND NO MONEY.

India is admitted to be a poor country, but it has to provide for two Governments, one here and one in England. India has therefore an additional burden from which every other country in the world is free. Japan had its Mikados and Diamios no doubt, but the power of the latter was broken in 1869.

We have thus money to provide for two Imperial Governments in two different countries.

We have money to import men from a foreign country to carry on the ordinary affairs of the State, and these men ordinarily charge four times the amount they would do in their wealthy country for the same work.

We have money to pay our Governor General three times the amount of the pay that the richest country in the world allows to its highest officers of State.

We have money to pay double the full pension allowed to retired officers of State.

We have money to split our Provinces into petty divisions and thus increase the cost of administration.

We have money to employ foreigners at a large cost in places which, it is universally admitted, by the foreigners themselves, could be filled up by natives at a much smaller, cost.

We have money to spend more than one-third of the entire revenues of the Empire for our Army, while Canada, whose position is similar to that of India, but which is a much richer country than the former, spends only 20 lacs in a revenue of 5 crores, or only one-twenty-fifth of its entire revenue.

We have no foreign possessions yet we have money to maintain an army in a foreign country at a cost of 84 lacs per annum.

We have money to send out expeditions in a foreign country for the sake of pure friendship.

We are, according to the Christians, heathens, and have therefore nothing to do with Christian missionaries; yet we have money to maintain them at an enormous cost.

We have money to relinquish about a crore of Rupees which we get without any difficulty whatever, as duty upon imported piece-goods.

We have money to exempt the richest classes from taxation.

We have money to purchase canals from private companies, working at a dead loss, at a cost of many millions.

We have money to maintain a College in a foreign country to train up Engineers for the Empire.

We have money to construct Barracks at a cost of lacs and leave them at a moment's notice to find place for bats and wild animals.

We have money to purchase the hydraulic lift in the Bombay Harbour from a private company at a cost of, we believe, 38 lacs at a time, when the enterprize had proved a failure.

We have money for State Balls, State Dinners, frequent Darbars and Simla and other Sanitarium trips.

We have money for all these.

Now let us see for what we have no money.

About forty-five per thousand die in our Jails annually, and the population of the jails being composed of adults only, this is an enormous death rate. We have no money to give proper accomodation to our prisoners.

We have no money to give adequate relief to those suffering from epidemic fever and which is decimating some of the fairest Districts of India.

Niether have we sufficient money to adopt sanitary measures for the protection of the fever-stricken Districts.

We have no money to pay the natives, who only hold subordinate posts, sufficiently to make them above temptation or above want.

We have no money for the construction of Railways or for the excavation of canals.

We have no money to construct Roads to meet even partially the requirements of the people.

We have no money to support the Delhi College.

We have no money to spare for the extension of High education.

We have no money to educate the hundreds of millions of the masses who are grovelling in the darkest ignorance.

We have no money to give even a partial relief to the rack-rented peasantry, though groaning under the pressure of land-tax.

We have no money to remit the revenue of the peasantry even in times of famines.

And above all:

We have no money to feed our famished fellow subjects, whom we have rendered susceptible to frequent faminesby the heavy taxation of an absentee Government, and whom, after borrowing and begging, we could not allow, in times of distress, more than a pound of grain per diem.

———ooo———

A LICENCE TAX FOR INDIA.

Mr. Mackenzie introduced the Bengal bill with a very clever and humourous speech; but a speech, however able, is not sufficient to reconcile the people to such a tax as has been proposed. It is not again a very good subject for the exercise of humour. A man with an income of Rupees fifty per month [illegible] trade is to be taxed one Rupee. Now it ought [illegible]own to those who legislate for the people that, Rs. 4 per month now a days barely enables a man to keep his body and soul together; and if such a man be burdened again with a family, he is a fit subject for Government relief, not Government taxation. Our legislators look to the fact that it is but one Rupee, omitting to take into their kind consideration that the taxed trader has but only Rs. 4 per month to meet all his requirements.

A simple calculation will shew the iniquity of the measure proposed. A man consumes or ought to consume about 7 maunds of rice per year, and if he has a wife and a child, they all together consume or ought to consume about 17 maunds of rice This alone takes up all his profit, and he has hundred other requisites to procure and difficulties to meet. To take a rupee from such a man is to reduce him and family to the danger of starvation. An one pound ration rate during famines has been universally condemned, but the proposed measure threatens to legalize something like an one pound rate. It is true that if this one Rupee is distributed over a period of 12 months, the result is something above 5 pices per month. But there is not one man in India who has sufficient foresight to lay by something to meet his demand at a fixed time.

The reason why these poor people are going to be taxed has been given. The reason also has been given why the richer classes have been so easily let off. The reason for taxing the former is that, unless the masses are taxed the yield does not suffice to meet the requirements. The reason why the latter has been exempted is that, even if heavily taxed, the yield would be insignificant. So justice or mercy does not come into the calculaton of our legislators. The question is simply one of yield. If we tax A, the yield is plentiful, let us therefore tax A. If we tax B, the yield is very disappointing, let us therefore tax B. This is the ethics followed by our legislators, and when such is the principle followed, it is altogether a useles task to discuss the question. For we readily admit that if the Government could wring one Rupee out of the wretches, who earn only Rupees fifty per annum, the harvest would be plentiful though somewhat besmeared with blood.

Mr. Mackenzie uses only old arguments, arguments which have served Government on many occasions, though he puts them rather cleverly. He says that, the land has been twice taxed and the trades never, it is but fair and just that we should tax the latter. When a cry was raised against the cruel discipline introduced by Sir George Campbell for short term prisoners, Sir Richard Temple tried to appease popular discontent, by the extraordinary announcement that he was going to introduce the same discipline for long-term prisoners! If the land has been taxed and the trades exempted, it is as much reason that the latter should be taxed, as that the former should be exempted. It is no satisfaction to me that my brother is wronged along with me.

But the safest argument used by Mr. Mackenzie is, that the local Legistsure has no choice but to obey the injunctions of the Supreme Government. The Supreme Government has directed them to find money and the money must be found. and it is the duty of all to come forward loyally with their purse-strings open. The Local Government thus shakes off its responsibility. But because the Local Government has no hand in it, therefore the system of taxation proposed to be introduced cannot be just. If we then go to the Supreme Government it says: My good fellows, we could not help it. The Parliament has directed us to abolish the import duties and there is no help for it but for us to carry out the order. And as the Parliament is at a distance of ten thousand miles from us, there the matter ends. An act may have been forced upon the Governments here by the English people, but that circumstance cannot justify the act, neither those who carry out the orders.

Now suppose if the people of Cheshire succeed in moving the Parliament to abolish the Salt duty altogether; or some sentimentalists succeed in abolishing the opium duty, would the authorities in India carry out such an order cheerfully? Or they would protest with all their might, and threaten to throw up their appointments, if the ignorant people of England persisted in their foolish attempt? The abolition of the import duties has been settled by Parliament but yet there is no sign of their being abolished soon. The India Government, if it chooses, can, in spite of the Parliamentary decision, continue to levy the duties for any length of time:

The Local Governments of India can only then obtain sympathy from the people when they make common cause with them. Let the Local Governments fight for their own people and the people will respond to their call. It will not do to sell body and soul to the Supreme Government, to surrender at discretion conscience and all, and then to call upon the people to come forward with their loyal support. Sir William Grey fought very hard against the imposition of a cess in Bengal, and if he had appealed to the people to submit cheerfully to its imposition, the people would have naturally been moved to obey the appeal. But it will not do to call Bengal the wealthiest and the most lightly taxed Province in India and then to demand sympathy and support. To be rulers of Provinces is one thing, and to be tools in the hand of the Supreme Government is another thing. We have every sympathy for the former and nothing whatever for the latter. We want a parent to protect us, but not a spy to betray us.

The statement that Bengal is the wealthiest and most lightly taxed Province in India may be quite correct, but that does not prove that Bengal is a wealthy Province. The Lieutenant Governor himself admits that the increase of the maximum amount of taxation from Rs. 200 to 500, will but bring in an infitismal sum; and Mr. Mackenzie says: "A country where, though the craving for land is as strong as in Ireland, 80 per cent of the suits about real property are valued at less than Rs. 100, is not a country with many wealthymen.' Bengal is therefore absolutely a poor country, and the statement that Bengal is the wealthiest Province in India, therefore, does not prove that it is absolutely a wealthy country, but that other Provinces of India are poorer. Is it a reason to impose a tax upon poor Bengal, because other Provinces of India are poorer? It is the same old argument over again. Why not leave one oasis untouched in the great desert of India?

The appeal of Mr. Mackenzie to the patriotism of Bengal is a mockery, it is at least unnecessary. For it is of the supremest indifference to the Government, whether the people support the measure or not. yet let us see whether patriotism demands that we should support the measure. The famine, it is said, has cost the Empire 9 crores and 75 lacs, the interest of which is about 40 lacs. We said in our last, that we did not see why there should be a demand for 2 crores when there is a need for 40 lacs. The question was raised by Babu Krishto Dass Pal and His Honor replied to it in this wise:

"What Sir Jhon Strachey said was that, although the late Famine in Bombay and Madras cost 9¼ millions, there would be a further item of 7 millions, which had been expended for the relief of the famine in Bengal. Now this should also be taken into account, and really the amount which Bengal was now asked to contribute, and which had been limited to 30 lakhs in the manner which was now proposed, was really the interest of the 7 millions which had been expended from the Imperial revenues upon Bengal alone."

Mr. Eden, in going to explain, mystifies the subject still more. It is said, 7 millions were expended for the Bengal famine, well, why should Bengal alone pay her famine expences, when whole India is taxed to meet the famine expences of Madras? Though the sum is small, yet again, we do not see why Bengal should be taxed 37 lacs, when her requirements are only 28 lacs, not 30 lacs as Mr. Eden says? We mention this fact only to shew that it is quite possible, by raising the maximum limit of taxation, to exempt the poorest classes, if only 28 lacs and not 37 lacs are demanded. In the License tax of 1867-68, the minimum income taxable was Rs. 200, yet the yield was Rs. 16,33,673.

But the great point of interest of which no explanation has been given, is the actual amount spent on famines. Sir John Strachey obviates the difficulty by stating that it is very difficult to square famine accounts. Let the actual amount spent on famines be shown, and let this burden be fairly distributed all over India, and then the Government might ask the cordial support of the people. If the people suspect that, like grain-contractors, the Government is taking advantage of their late terrible misfortune to impose taxes and replenish its coffer, it is but natural that they should feel themselves deeply aggrieved. It is said that the Bengal famine cost 7 millions, ; now, may we ask what portion of the amount was spent in reproductive works? Why should we be made to pay for works which pay their own expences? Any child can understand that, for the sake of fairness, any portion of the amount expended upon reproductive works, ought to have been excluded from the general account. Has this been done? We believe not.

The Madras famine has cost us 9 crores and 75 lacs, and the Bengal famine 7 crores, total 16 crores and 75 lacs. The interest of which is only 67 lacs, but the Government demand is 2 crores. Is this not taking advantage of our misfortunes to replenish the coffer of Government? Of these 16 crores and 75 lacs, a large portion has been spent on reproductive works, which will surely pay something but may prove extremely profitable. Is it not taking advantage of our misfortune to ignore the fact of these reproductive works altogether?

We therefore cannot fully sympathise with Mr. Mackenzie's appeal to our patriotism. Do we misrepresent Government when we say that, its object is to realise the entire famine expences incurred in Bengal and Madras, from Bengal alone? The facts are however these. The famine cost us 16 crores and 75 lacs and the interest of which is 67 lacs. The Government of Bengal the other day took from us 30 lacs, and demands now 37 lacs, the total of which is the same 67 lacs!

———ooo———

SCRAPS AND COMMENTS.

It is reported from Lucknow that a notice is being circulated among the well-to-do Muhammadans throughout India, proposing that a public meeting should be held at some place near Bombay to discuss the best means of giving assistance to the Turks. One suggestion is that a regiment of Pathans, or other fighting men, should be raised and sent to Constantinople by steamer, all expenses being defrayed by subscription.

The Continental, and especially the German and Russian Press, have published during the week various forecasts of the terms of peace ultimately to be settled between the Czar and the Sultan, all of which are more or less uncomplimentary to English influence. The *Golos* and the *Allgemeine Zeitung* have each of them bluntly declared that England's continued hostility to the Russian cause will prevent the Czar from allowing her to have any part in the re-establishment of peace, and that the Eastern Question will be settled independently of Her Majesty's Government. The *Times* has also published several telegrams from its Russian correspondent, the drift of which is that between the three Emperors there exists a well-defined understanding—Germany having paramount influence over Austria, and that if the Russian soldiers cross the Balkans, and go to Adrianople, no opposition will be offered to their triumphal progress to Stamboul itself. On the other hand, the latest news at the present moment of writing is that Austria has intimated her intention to occupy Bosnia if Russia goes to Constantinople, and that Italy has cast longing eyes on Albania.

According to information received by the Paris correspondent of the *Pioneer*, as soon as the capture of Kars became known, Lord Beaconsfield proposed addressing to Russia a strong note to the effect that England will not permit any considerable portion of Armenia, especially the fortress of Kars, to be permanently occupied by the Muscovite; but that this proposal was strongly opposed by Lords Salisbury, Derby and Caernarvon and by Sir Stafford Northcote. The correspondent assures us that "this is no idle rumour."

Says the *Indian Tribune* :—The *Hindoo Patriot* thanked Mr. Eden the other day for riding Dinagepore of Mr. Westmacott, but the Lieutenant-Governor of Bengal does not deserve the thanks which our contemporary gave him. The truth is, that Mr. Eden has not removed Mr. Westmacott from Dinagepore, but that the latter gentleman goes home on two years' furlough.

The London correspondent of the *Pioneer* related a strange occurence. A distant relation of the correspondent who lives at Sydney came to England in 1865 in order to consult an eminent occulist, who effected a radical cure of his eye-complaints and sent him back to New South Wales. The Doctor died a few months ago leaving "a personal to sworn under £17,000;" and the whole of this sum, barring a few small legacies, is bequeathed to his former patient. The Doctor's testamentary arrangements are really wonderful. Would that every patient had such a good doctor to treat him!

A correspondent writes to the *Indian Daily News* :—

Speaking of the telephone extraordinary instrument reminds me of another wonderful discovery, the idea of which is that the inflexions of the human voice can be recorded on a slip of paper from which they might be redelivered in such a manner that the audience would recognise the vocal characteristics of the original speaker. the invention is quite in its infancy, and difficulty is experienced in reproducing the finer and softer articulations; but sufficient has been learnt of its capapibilities to justify Mr. Edison, the inventor, to lay it before the scientific world. Within twelve months, he hopes to have perfected the apparatus, so far as to transmit a speech made at Glasgow, re-write it automatically in London, and by the used of speaking telephones, re-deliver it in every editorial office, both in London and the provinces.

The following facts regarding some of the Russian Generals in Armenia, gleaned from *The Russian*, may prove interesting to some of our readers :—

Loris Melikoff is an accomplished man of the world. In him is at once seen a soldier of the school of Paskevitch. He is far from being an old man (his age is 52.) He draws every one to him by the kindness of his address. His countenance is fixed. He is inclined to be, as some affirm, a pessimist. Once a certain person, when pointing him out as he was riding at the head of his column, said to me, "our General is not particularly satisfied. He has not at his disposal 50,000 men, and this number he deems indispensable in order to put an end to the struggle with Mukhtar Pasha."

Moreover, the General himself told me that he regarded everything in the blackest colour, and was afraid that the war would be protracted to two years. He is firmly convinced that England will take part in the affair. The boldness of his forward movement towards Zevin did not in the least, involve him in a mistake. "We have commenced a dangerous game," he remarked to a companion of mine, a Russian correspondent, who repeated his words to me. "As yet it is nothing, you will expose yourself to danger, but the poor Frenchman will fall like a cock into 'shtshi' (cabbage soup.) We shall either terminate the struggle, possessed of Armenia, or a very heavy attack awaits us."

In direct contrast to General Loris Melikoff is his colleague, General Lieutenant Heymann. With rough speech and brusque manners, he is a perfect type of a pioneer general. His heroic courage has earned the respect of his men. He belongs to the number of people who run straight at a wall. Consequently, at the commencement of every engagement, it has become the saying of one and all, "Back up Heymann." The brave General well knows his own defects, but he cannot now mend them. The roar of cannon carries him into a frenzy of excitement. It is positively necessary to hold him and so prevent his throwing himself into the hottest fire. His large face, fringed by a grey beard, has a frank soldierly look. The bristling whiskers too of Prince Chavchavadtz, Chief of the Cavalry of the army of the Caucasus, shade an energetic and courageous looking countenance.

An American statistician gives the number of miles of railway in the different countries of the world, in 1876, as follows:—United States' 77,470 miles; Germany, 18,229; Great Britain and Ireland, 17,263; Russia 13,702; France, 12,722; Austria and Hungary, 10,956; Asia, 8,266 Canada, 5,219; South America, 5,218; Italy 5,028; Spain, 4,112; Sweden and Norway, 2,966; Australasia, 2,493 Belgium, 2 278; Turkey in Europe, 1,888; Africa, 1,708; Switzerland, 1,211; Holland, 1,091; total, 191,825 miles.

A London *Official Gazette* announces the creation of an Imperial Order, entitled the Order of the Crown of India, which is for ladies only. It nominates the Princesses of the Royal family, besides eight Indian Highnesses, and eighteen other ladies.

The following is the list of Members of the Order of the Crown of India :—

Her Majesty, as Sovereign of the Order. H. R. H. the Princess of Wales. H. R. H. the Princess Royal (Princess Imperial) of Prussia, H. R. H. Princess Alice (of Hesse.) H. R. H. Princess Helena of Schleswig Holstein. H. R. H. Princess Louise (Marchioness of Lorne) H. R. H. Princess Beatrice. H. R. H. the Duchess of Edinburgh. H. R. H the Duches of Cambridge. H. R. H. the Princess Augusta of Cambridge (Grand Duches of Mechlenburg Strelitz). H. R. H. the Princess Mary of Cambridge (Duchess of Teck.) H. H. the Maharanee, wife of Maharajah Dhuleep Singh. The Lady Lawrence. The Dowager Countess of Elgin. The Countess of Mayo. The Lady Lytton. Lady Susan Bourke. Lady Emma Baring. Lady Napier and Ettrick. Lady Hobart. Lady Mary Grenville. Lady Frere. Lady Temple. Lady Denison. Lady Strachey. The Duchess of Argyll. The Marchioness of Salisbury. The Marchioness of Ripon. The Viscountess Halifax. Lady Northcote. Dilawar-un-Nissa Begum (Grandmother of the Nizam), Hyderbad. H. H, Maharanee Jumna Bri of Baroda (nother of the Gaekwar.) Devaji Ammane Maharanee Sitavilas, of Mysore (Dowager Ranee of Mysore). H. H. Nawab Shah Jehan Begum, G. C. S. I. (Ruling Begum) of Bhopal. H. H. Nawab Kudsia Begum of Bhopal (Grandmother of the Ruling Begum.) H H. Vijaya Mohamna Muktamba Bai Ammane Raje Saheb of Tanjore (Princess of Tanjore). Maharanee Surnomoye of Cossimbazar.

The special correspondent of the *Daily News* who was present during the fighting on Dec. 9, has telegraphed a circumstantial account of the proceedings up to the time of the surrender of Osman Pasha :—

The Russians knew on the night of Dec. 7 that Osman Pasha was preparing for a sortie, and on their part made every preparation to receive him. The trenches were kept full of troops day and night, division and regimental commanders were advised to be on the alert, and all the posts were doubled and trebled. These measures were taken on Dec. 7, but Dec. 8 passed without any movement being discernible among the Turks. Osman Pasha had, however, resolved upon a final effort to break the coils that were crushing him. Dec. 9 passed in the same way. The Russians were anxiously on the watch with the usual amount of artillery fire, to which the Turks have not replied for a long time. For the last three or four days the weather had been damp and cold, with heavy broken clouds threatening rain, and about noon on Dec. 9 the clouds thickened, and the dark masses discharged themselves in the first snowstorm of the season. By five o'clock the ground was quite white, and the appearance of the country had completely changed.

At dusk a spy came in with the news that Osman had issued three days' rations to the troops, one hundred and fifty cartridges, a new pair of sandals to each man, and that to all appearance the concentration would begin at once. A curious detail which he cited was that each soldier received a small portion of oil for keeping his gun in order. At ten o'clock another spy came in, who reported that Osman was concentrating near the bridge over the Vid. The spy had come direct from Plevna, and having given the information he disappeared again in the darkness. A few minutes later there was a telegram stating that from the other side a great many lights were seen moving about in Plevna, and unusual things Evidently there was some movement on foot, and the spies were right. At three o'clock another spy brought news that the men of Skobeleff's command had a position on the side of the *Green* Hill, and that the Krishna redoubts were being abandoned. He was very sure, he said, that all the positions along our side would shortly be abandoned. Would he go along and lead the way into the Krishna redoubts at the risk of being bayoneted if his words should not prove true? Yes, he would, and orders were given by Skobeleff for the troops to begin to move cautiously forward, and feel their way with care. This was done, and the positions were taken. At last now it was certain that the Turks were moving, and that the final decisive moment had come. Skobeleff ordered the captured positions to be instantly placed in a state of defence, in case the Turks, repulsed and not yet ready to surrender should attempt to recapture them. The grey light of morning came. It was cloudy, and threatened more snow. Suddenly there was the booming of thirty or forty guns speaking almost together, followed instantly by that steady crashing roll we have learned to know so well. The battle had begun. We mounted our horses and rode towards the battle. It was in the direction of the bridge over the Vid, on the Sophia road, and half an hour's ride brought us in sight of the conflict.

A terrible and sublime spectacle presented itself to our view. The country behind Plevna is a wide, open plain, into which the gorge leading up to Plevna opens out like a funnel, the plain is bounded on the Plevna side by steep rocky bluffs or cliffs along whose foot flows the Vid. From these cliffs for a distance of two miles, burst here and there in quick irregular succession angry jets of flame, that flashed and disappeared as fast out again. It was the artillery fire of the Turks and Russians, which from our point of view appeared intermingled. The smoke running round in a circle towards the Vid, rose against the heavy clouds that hung right up on the horizon, while low on the ground burst forth continuous balls of flame that rent the blackness of the clouds like flashes of lightning. Through the covering of smoke could be seen angry spits of fire fire thick as flies on a tropical night. Now and then through an irregular curving stream of fire we had indistinct glimpses of bodies of men hurrying to and fro, horses, cattle, carriages running across the plain, and above all the infernal crashing roll of the infantry fire and the deep booming of more than a hundred guns. This is what had happened.

Osman Pasha had during the night abandoned all his positions from Gravica to the Green Hill, and concentrated the greater part of his army across the Vid over which he passed on two bridges, one the old, and the other the new one lately constructed. He took part of his artillery, some three batteries, and a train of about five or six hundred carriages drawn by bullocks. He succeeded in getting his army, the artillery, and part of the train over by day break. The Russians say that to have started with so large a train is a proof that he was deceived with regard to the number of the Russian forces, and that he believed that the Russian line, owing to the absence of General Gourko, was very weak on the Sophia road, and thought another road, along the Vid was virtually open. It does not seem possible that he could have been so badly informed, and I am inclined to think the train was taken to serve a special purpose in the fight. Indeed, the first thing the Russians perceived when day light broke, was a line of wagons drawn by bullocks, advancing upon them in close order across the plain. The smooth open level offered every facility for such a manœuver. The Turks were behind these wagons, which, piled full of baggage and effects of various kinds, afforded very fair protection from bullets. The attack was directed against the positions held by the Grenadiers, north of the Sophia road, whose lines extended from the road to a point opposite Opanes, where they were joined by the Roumanian curving line through Sursurla. It is said the attack was made with 20,000 men, but I doubt this, as there was really not room for so many to deploy unless they had decended from the heights of Opanes, and taken the Roumanian positions, and I have not heard that they did this. Nor did they even attack the Russian positions south of the road, as they would probably have done had they attacked in such force. At any rate, the attack was a most brilliant and daring one. The Turks advanced as far as they could under cover of their wagons, while the Russians poured in a terrible fire on them from their Berdan breechloaders, scarcely less destructive than the Peabody, and opened on the advancing line with shell and shrapnel. The Turks then did a splendid deed of bravery, only equalled by Skobeleff's capture of the two famous redoubts. Probably finding their cover beginning to fail them, owing to the cattle being killed or getting frightened and running away, they dashed foward with a shout upon the line of trenches held by the Siberersky or Siberian Regiment, swept over them like a tornado, poured into their battery, bayoneted the artillerymen, officers, and men, who, with desperate heroism, stood to their peices to nearly a man, and seized the whole battery. The Siberersky Regiment had been overthrown and nearly anihilated. The Turks had broken the first circle that held them in. Had they gone on they would have found too more; but they did not have to go on. The Russians rallied almost immediately.

General Strukoff, of the Emperor's staff, brought up first brigade of Grenediers, who, led by their general threw themselves on the Turks with fury. A hand-to hand fight ensued, man to man, bayonet to bayonet, which is said to have lasted several minutes, for the Turks clug to the captured guns with dogged obstinacy. They seem to have forgotten in the fury of battle that they had come out to escape from Plevna, and not to take and hold a battery, and they held on to the guns with almost the same desperation which the Russian dead around them had shown a few minutes before. Nearly all the Turks in the battle were killed. Those in the flanking trenches open to the Russian fire had of course very little shelter, and were soon overpowered, and began a retreat which, under the murderous fire sent after them, instantly became a flight. Some took shelter behind the broken wagons, and returned the fire for a time, but the majority made for the deep banks of the Vid, where they found ample shelter from the Russian shells and bullets. They formed here behind the banks, and instantly began to return the Russian fire. It was now about half-past eight, and the Turkish sortie was virtually repulsed, but the battle raged for four hours longer. The losses inflicted from this time forward wre not great on either side, for both armies, were under cover. The Turks were evidently apprehensive that the Russirns would charge and drive them back in a mass into the gorge. The Russians were resolved to prevent another sortie, and so both sides kept it up, indeed, there seemed at first every probability that the Turks would try it again though it was evident to anyone who knew the strength of the Russian lines and had seen this affair, the escape was hopeless from the first, even though Osman Pasha had twice the number of men.

For four hours the storm of lead swept on, as one hundred guns sent forth flame, and smoke, and iron. During all this time we were in momentary expectation of seeing one side or the other rush to the charge. We could hardly yet realise that this was to be the last fight we should ever see around Plevna, and that when the guns ceased firing, it was the last time we should hear them here.

About twelve o'clock the firing began to diminish on both sides, as if by mutual agreement. Then it stopped entirely. The rolling crash of the infantry and the deep-toned bellowing of the artillery were heard no more. The smoke lifted, and there was silence—a silence that will not be broken here for many a long year, perhaps never again by the sounds of battle. The firing had not ceased more than half an hour when a white flag was seen waving from road leading around the cliffs beyond the bridge. Plevna had fallen, and Osman Pasha was going to surrender.

The *Daily News* telegram breaks off here.

The *Presse* has received the following interesting but somewhat contradictory particulars from Sistova :—

Osman Pasha is seriously wounded; his leg is completely shattered. He gave up his arms to the Grenadiers. There are 40,000 prisoners, mostly Nizams, and 20,000 sick and wounded. The prisoners will be escorted by the 30th Division of Infantry, six regiments of Cossacks, and 3,000 Roumanians—in all, 22,000 men. Osman Pasha is to be interned at Susdal, between Moscow and Nichni Novgorod. Operations will be continued in accordance with the plan of General Gourko and the Crown Prince will be reinforced, and the main army established at Tirnova. General Zimmermann, whose corps masters 60,000 men, will now assume

The *New York Times* thus moralises on the alleged discovery of a third satellite of Mars:—

In whatever way we seek to explain the affair, there is no denying that it is a painful one. Either we must charge the astronomers with wilfully representing astronomical facts, or we must assume that Mars has recently obtained its moons in some surreptitious way, and that the nebular hypothesis is false, so far as it asserts that all satellites have been thrown off from their respective planets. It is certainly painful to suspect the astronomers of disingenuous conduct, that it is still more painful to charge Mars with trying to palm off adopted moons as his own legitimate satellites, and with striking a wanton blow at the nebular hypothesis. Still, there seems to be no escape from one of these two conclusions, and, as there is no longer any possibility of keeping the affair out of the newspapers, it is best that it should have a full investigation, and that the precise facts in the case should be definitely ascertained.

Here is a translation of an article from the *Golos* on the war:—

The news of the capture of Kars has produced in the English capital, the most profound impression. The London papers regard this new victory of the Russian army, as Russia's most brilliant achievement in the present war, and beyond comparison the most serious blow for Turkey. The organs of the Turkophile press hasten, of course, to give expression to the opinion that the capture of Kars brings forward the question of British interest again. The English Turkophile papers should restrain themselves from so frequent a repetition of the same thing; for every one has become wearied of the phrase "British interest," such interests being, in the opinion of these organs touched by every victory of the Russian arms.

"The fall of Kars is an event which might have been forseen earlier. From the moment that Mukhtar Pasha, after the defeat which he suffered at Aladja, withdrew the principal part of his forces from Kars and hastened to Erzeroum, it became clear to every one, that the capture of the former place was only a question of time. The Turkophile organs recognized this openly, and busied themselves only about the fate of Erzeroum, observing that the capture of this city "would bring forward the question of British interests." The geographical position of Erzeroum, and the mercantile importance of this town, have afforded a somewhat plausible theme for observations of this kind. Even amongst Englishmen are to be found ingenous people who are ready to agree with the arguments of the Turkophile Press. When however, on the occasion of the capture of Kars, the same threats are repeated anew, every body involuntarily asks himself:—"What one of the successes of the Russian arms, would not appear adverse to the interests England?"

Speaking thus, we have of course only in view Englishmen, and the opinion of English society. To us, Russians, all these arguments of the Turkophile Press are perfectly incomprehensible. Their weak endeavours to, frighten Russia may possibly involve England in a war but they will not put a stop for a single moment to the existence of the plan of operations, in the course of which Kars has fallen, and the Russian army is on the march to Erzeroum. All that it is indispensable to do, in order to force Turkey to respect our demands and to free us in the future from a repitition of the present struggle, will be done, let the shrieking of the English Turkophile organs "about destruction of these famous British interests" be ever so loud. The capture of Kars is a purely warlike occurrence. The fallen fortress is in the centre of those localities, the occupation of which should not and cannot, call for any protest on the part of England. All have foreseen that its transfer into our hands, must be one of the main objects of our warlike operations. To affirm that this transfer touches English interests means, we repeat, to contend that every success whatever of the Russian arms, forecasts danger for England, and that the British Government only declared itself neutral, because it expected that the termination of the war would be unfavorable to us."

After a long time we are glad to find that a boy has successfully passed the Entrance Examination this year from the Chitpore Weslyan Mission School. The result is due to the exertions of the present Head Master Babu Aushootose Banerjee.

The friends in Paris of M. Gambetta are seriously convinced that the great Republican leader's life is in danger from some sudden attack at the hands of extreme and excitable Bonapartists. For this reason, it is said that they insist on having him attended, whenever he leaves his home by a select escort of friends, well prepared for any emergency, who follow M. Gambetta at a little distance, and watch his movements so as to avoid the appearance while giving all the security of a guard. The attack made some time since on M. Gambetta amply justifies this caution, which is all the more necessary as M. Gambetta has very properly made up his mind not to accept any challenge. It may be remembered that in the old days of the anti-slavery struggle in the United States, Mr. Wendell Phillips often had to be thus guarded by a little band of devoted friends.

The durbar held by Mr. Gibbs, Senior Member of Council at the Bombay Secretariat on New Year's day, was so thoroughly private, that the press reporters were not admitted. The representative of one paper more persistent than his fellows, managed to work his way in by what he calls a skilful manoeuvre; but we will not inflict upon our readers the details of a ceremony, which, judging from the following remarks, made by the insidious reporter above referred to, must have been rather a tame affair. "It would scarcely gratify the Grand Master of the Order, His Excellency the Viceroy, to learn that, while he did everything to lend *eclat* to the proceedings of the durbar held in Calcutta, those entrusted with the execution of the task about the same time in Bombay had the good sense so to arrange matters in connection with the ceremony as to make it studiously a hole and corner affair.

"Atlas" writes in the *World*:—"A dealer on the Stock Exchange has the following twelve events on the front page of his jobbing-book; he says they are sure to come off within the next six months, and he is even sanguine about them doing so in the order named: 1. Death of the Pope. 2. Civil war in France. 3 Retreat of the Russians into Roumania. 4. Repudiation of Egyptian Debt. 5. Bank rate five per cent. 6. Bank rate six per cent. 7. Russian six per cent. loan for 25,000,000*l*. 8. Ultramontane disturbance in Germany. 9. German armies on the French or Austrian frontier; perhaps both. 10. Two per cent. rise on Bank rate to eight per cent. 11. General European war. 12. Russian Government pay their dividends in paper.

According to a book on "Kisses," about 150,000,000 kisses are given daily. Russia lead, at a rate of 30,000,000; Germany next, with 20,000,000; France, 18,000,000; England, 13,000,000; and Saxony, 120,000 especially Dresden, which does 90,000. The writer thinks there might be a tax on kissing a penny for each.

The special correspondent of the *Times* at Plevna, in his account of the surrender, says that Osman's attempt to break through the allied cordon had lasted six hours. It was bravely led by Osman in person, and all that human valour could accomplish had been done to save the garrison of Plevna:—

Four or five thousands Moslems lay dead and wounded upon the contested ground. Osman himself was wounded in the foot; and amid the smoke of battle and the groans of dying, the curtain fell upon the last act of the Plevna tragedy, the prolonged agony of which has riveted the attention of Europe for so many anxious weeks. Fifteen hundred Russians have been killed and wounded, the greater part being in the Grenadier regiment of the Grand Duke Nicholas, which retook the captured redoubt and turned back the Turkish column of attack. The Roumanian losses were comparatively slight. Twenty-seven thousand men were made prisoners of war. About sixty cannon and all the transport train, numbering many hundreds of waggons with all the bullocks attached, are in the hands of the allies. Not a single Turk escaped through the lines. Fifteen thousand orisoners remained in the hands of the troops whom I accompanied, together with the artillery and transport trains. Six thousand were taken by the Guards and Grenadiers, and the other 6,000 by the Roumanians. These figures were given me by the Grand Duke Nicholas himself, who informed me that he had received them from Osman Pasha. At the same time there seemed to be a doubt in the mind of His Imperial Highness if there were so many, and this doubt has been expressed in other quarters since the surrender. Osman had three weeks' supply of provisions still on hand when he evacuated Plevna, and he had ten days rations in his transport train for his whole army. The immediate cause of his abandoning his entrenchments, was the breaking out of an epidemic among his troops which compelled him to leave the place to save his army.

The following is from the president of the Benchua Association with whose writings the reader must be familiar:—

Sir,—During the months of October and November I was away from my station. I visited the cyclone stricken districts. I also went to Dacca and Rajshahi.

You cannot conceive, nor can I convey to you an idea of the calamity which befell the districts about the mouth of the Megna. There is not a single family which has not its tales of woes. The Government assisted them but the assistance was very inadequate. However the people are very thankful for what it has done. From what I have been able to learn, had the cyclone been not followed by out-break of cholera the people could have recovered soon. The cholera did immense mischief. The intermediate tenure holders have liberally assisted the tenants in rebuilding houses, purchasing cattle and buying seed grains.

The Dacca people are extremely sorry for Janokee nath Roy. His elder brother is an intimate friend of mine. The Bhygokool Koondos are the richest capitalist in the Eastern Bengal. They are law abiding, have none of the vices of the rich class. Mr. Eden ought to have remitted the sentence passed on him. Janokee Baboo may be guilty for aught I know to the contrary and Mr. Justice Kennedy may be quite right in passing the sentence. The prerogative of mercy should be exercised not only when there is failure of justice in the law courts, but also in other circumstances which the judges of law courts are precluded from considering in awarding punishment. When the crown sees that the freedom of a person will contribute vast good to the community and that his incarceration in prison be injurious to public interest, the crown may exercise the prerogative. The imprisonment of Janokee Baboo does no good to any body but causes considerable injury to the public. He is a rising man. The trade of the East Bengal is almost in his hands. The greater portion of the commercial community both native and European borrow money from him. To wound the feelings and crush the spirit of such a man is, I think, highly impolitic. The fact that the press and the public were unanimous in praying for the remission of the sentence is a proof that he is a very useful man, and although he may have erred, the executive Government ought to have shown mercy to him.

In Rajshahi, I found the people worked up to high excitement owing to the action of the police regarding the theft case in which Rajah Jogendro Nauth has been involved. I will however hold my pen as the case is *subjudice*.

Mr. Editor, what has astonished me most is the indifference which the *Hindoo Patriot* and the Calcutta Baboos have shown on these occasions. Not a muscle of the Calcutta Baboos was shaken and the *Hindoo Patriot* had no space to say a few words when the people of Eastern Bengal were dying of hunger and cold and grim cholera doing sad havoc. Although the press both native and Anglo-Indian cried for mercy to Janokee Baboo, the *Hindoo Patriot* kept silence and the Calcutta Baboos refrained from signing the memorial presented to the Bengal Government. Mr. Robert Knight of the *Statesman* who belongs to the noblest nation in the world could not reconcile the avowed pretention of the *Hindoo Patriot* with its studied silence. The *Hindoo Patriot* vouchsafed an answer and Mr. Knight was apparently satisfied. Neither Mr. Knight nor the other editors know the real cause.

Vanity Fair concludes an article thus:—

It comes then to this at last: Turkey is fighting the the battle of England, and England will not help her in any way, and England's Ministers say that an alliance with Turkey means going to war. It may be granted that a new Crimean War is impossible, that we have no troops to send to the Danube or Armenia, and that our ships can do nothing. But if ever there were a hostile action going on against England it is the present action of Russia at Cabool, and it is not only proper but incumbent on us to meet it with a counter-move. Russia can no more invade England than England can Russia. It is not a question of fleets and armies meeting and encountering. But England, though isolated from Austria, France, and Germany, has still one millitary ally left, and that is Turkey, and an alliance with Turkey means supplying Turkey with money and munitions, and that is the only answer that should meet the Russian telegram announcing the fall of Kars to the Ameer of Cabool.

About partitioning Turkey amongst the European powers the same paper says:—

The spoils of Turkey have already been distributed before Turkey has been finally hunted to death; and not only those, but other parts of Europe, have been thrown in as makeweights in programme of partition, as proposed by the late Emperor Nicholas. England is to have Egypt and Create. Something may be given to Austria, possibly part of Bosnia, including the Herzegovina, and so much of Dalmatia as will bring her into immediate rivalry with the kingdom of Italy, to whom of course the ancient Venetian possessions, and possibly Salonica, are promised.

France, if England takes Egypt, will be recouped by a *protemper* share of Syria; Russia will be contented with very little. Armenia will be hers as a matter of conquest, and, with Armenia, the Euphrates Valley, and the command of Persia goes, as a matter of right, as also of course the towns on the Black Sea, and that sea itself, in which nobody's ships of war will then have any business except those of Russia. Bulgaria, Servia, and Roumania having shown their loyalty to the Czar, may remain *quasi* autonomous.

Germany being, like Russia, a non-aggressive, non-annexing Pewer, may be safely left to come to a pacific and amicable understanding with France with regard to the incorporation of Holland and Belgium, and if France or any other country objects to Egypt remaining in the hands of England, the occasion will be taken of disturbances in India for a conference to assemble, or a private understanding to be arrived at among the partitioning Powers of what is to be done with England.

For England's power has been always an offence and annoyance to the Continental Powers. She is believed to be very rich, very insolent, and very selfish. She has never gone heart and hand with any of them. Her conduct in the Franco-German war, so gracefully and judiciously referred to by Lord Derby, has swept away all the attempts of many years to establish an *entente cordial* with France.

Germany looks to rising on the ruins of England's manufacturing greatness, and has, bosides, a keen eye to the formation of a naval power which may rival that of England, and also to the rich trade of the Indian seas, and to opening up a new source of power in the China-Japanese seas, and in the Indian Archepilago. Germany looks to inheriting the British commerce in the East, and with this the idea of Eastern territorial acquisition is closely connected.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 2nd January.

General Melikoff has gone to Russia, but will return to his command in Armenia this month. The Russians are advancing on Biaburt, south of Trebizonde. Great battles are believed imminent.

London, 3rd January.

Advices from the seat of war in Bulgaria state that the investment of Sofia is nearly completed. Lord Carnavon replying to a deputation yesterday, also said that the circumstances had not materially changed since the speech made by Lord Derby in November. Russian's rejection of mediation was no affront to England, and that nobody, he was sure, desired a repetition of the Crimean War.

London, 4th January.

Ghazi Muktar has landed at Constantinople.

The Turkish army, lately stationed at Kamarli, has arrived at Seatitza, Baker Pacha covered the retreat admirably. The Turkish loss is 600.

London, 4th January.

Frequent political meeting held in London and throughout the provinces in favor of Great Britian adhering to the policy of neutrality in the Russo-Tukish war.

General Gourko is continuing his successful advance on Sofia. The Turks are falling back on Schtiman, situated at the head of Trajans Gate.

London, 5th January.

Before replying to the Sultan's appeal for mediation, the British Government will endeavour to ascertatien the condition upon which Russia is willing to conclude peace

The standard states that the British Government will neither tolerate the complete overthrow of Turkey, nor a separate treaty of peace to be concluded between the belligerents.

London, Jan. 8.

Reoue Pacha, though still retaining the post of War Minister, has been appointed Commander-inchief of the Turkish Army in Roumelia, whilst Suleiman Pacha commands an Army Corps, and Baker Pacha a division.

The Transport *Jumna* homeward bound, passed the Suez Canal Yesterday.

London, Jan. 8.

Ti is currently reported that it is very improbable that success will attended the negotiations for an armistice.

Ao official Russian despatch states that Russian troops occupied Sofia without opposition tne Turks having evacuated it.

A statement made by a newspaper correspondent that the Turks had abandoned the Schipka pass proves to be unfounded.

NOTICE.

ALBERT TEMPLE OF SCIENCE.

The College of Practical Science, projected by the Indian League, will be opened in January, 1878. Intending pupils are requested to apply to the undersigned *without delay* for admission: They shall be expected to have acquirements in English and Mathematics corresponding at least to the Entrance Test of the University of Calcutta:

11 Maniktala Street, Kali Charn Banerjee
Calcutta, 29th Dec., 1877. *Convener*
College Sub Committee

☞ *Printed and published by C. N. Roy, No. Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

অমৃত বাজার পত্রিকা ।

সন১২৮৪ সাল, ২৭শে পৌষ, বৃহস্পতিবার ।

দেশীয় সংবাদ পত্রদের সভা ।

দিল্লির দরবারের সময় একটি সদনুষ্ঠান হয় । পুনা হইতে তিন জন সম্ভ্রান্ত লোক সেই সদনুষ্ঠানের পুনর্জ্জীবিত করার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন । এই দেশ যে আত্ম কলহে উচ্ছিন্ন গেল ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন । ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ এই । ইংরাজ রাজ্যের সুশাসনে অবস্থিতি করিয়া যে ভারতবর্ষ দিন দিন উন্নত না হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ জরা জীর্ণ নির্ধন দুর্ব্বল হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ যে আত্ম বিচ্ছেদ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন । সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা এদেশের এই দুর্গতি দেখিয়া রোদন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে দেশ হইতে এই আত্মকলহ অন্তর্হিত হয় ।

জন সমাজে নানা বিধ উপদেষ্টা থাকেন । ইহার কেহ বিদ্যা শিক্ষা, কেহ ধর্ম্ম শিক্ষা, কেহ নীতি শিক্ষা, কেহ দেশহিতৈষীতা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন । ইহাদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন তাহার সেই বিষয়ে নিজ ক্ষমতার পরিচয় না দিলে তিনি আপন নিয়োজিত কার্য্য সুচারুপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে পারেন না । যাহার নিজের পাণ্ডিত্য নাই তিনি বিদ্যা শিক্ষার ভার লইয়া হাস্যাস্পদ হন, যিনি নিজে ধার্ম্মিক নন তিনি অপরকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গিয়া ধর্ম্মের জ্যোতি বিকসিত না করিয়া পৃথিবী আরো কলুসিত করেন; আবায় নিজের দেশহিতৈষিতা নাই অথবা যিনি রাজ নীতি বুঝিতে পারেন না তিনি দেশের মঙ্গল করিতে গিয়া উহার সর্ব্বনাশ করেন, সুতরাং যে সম্বাদ পত্র সম্পাদকেরা আত্মকলহের নিমিত্ত এত রোদন করেন, যাহারা আত্মকলহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন তাহাদের আপনাদের মধ্যে প্রথম আত্ম কলহ নিবারণ করা উচিত । এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধার নিমিত্ত গত বৎসর দিল্লিতে জন কয়েক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদের একটি সভার অনুষ্ঠান করেন । পুনার সার্ব্বজনিক সভার জন কয়েক সভ্য সম্পাদকদের এই সভার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্যে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন । এরূপ সৎ কার্য্যের প্রতি শুদ্ধ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদের উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, দেশস্থ সকলের উহাতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ।

এই সদনুষ্ঠানটি সুসিদ্ধ হইলে যে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে এবং যদি কোন সম্পাদক ইহার প্রতি অবহেলা কি বাধা প্রদান করেন তাহারা ধর্ম্মতঃ যে আর সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না, সে বিষয় বলা বাহুল্য । কিন্তু সম্পাদকেরা কেবল দেশ হিতৈষীতার জন্য এই সৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন না, ইহার সঙ্গে তাহাদের নিজের স্বার্থেরও সম্বন্ধ আছে । বোধ হয় এ কথা এখন গোপন করা বৃথা যে বর্ত্তমান রাজ পুরুষদের সঙ্গে আমাদের অধিকাংশের তত সৌহৃদ্য নাই । ক্যাম্বেল সাহেবের পূর্ব্বের কথা আমরা উল্লেখ করিব না, ক্যাম্বেল সাহেবের সময় অবধি বাঙ্গলা সম্বাদ পত্রের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এখন যত গুলি সম্বাদ পত্র আছেন বিদ্রোহসূচক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে তাহাদের বোধ হয় অনেকের জন্ম গ্রহণ হয়, আবার বোধ হয় সম্বাদ পত্রের মধ্যে যে গুলি পদস্থ হইয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ সেই সময় অবধি উন্নত হইয়াছেন । ক্যাম্বেল সাহেব সম্বাদ পত্রের বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময় বোধ হয় দেশীয় সম্বাদ পত্র অতি উচ্চতর পদে আরোহণ করে । তিনি সম্বাদ পত্রকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু অবহেলা করিতেন না । আবার তাঁহার সময় সম্বাদ পত্র যে উচ্চ পদে আরূঢ় হয় তাহার ফল তাঁহারা টেম্পল সাহেবের সময় উপভোগ করেন । তিনি যে সম্বাদ পত্রের পরম মিত্র ছিলেন তাহা বঙ্গবাসীরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পদ মর্য্যাদার পরিবর্ত্তন হইয়াছে । এখন হয় আমরা যত্নপূর্ব্বক আপন পদ গৌরব রক্ষা করিব নতুবা আমরা নগণ্য হইয়া যাইব ।

ইডেন সাহেব বাঙ্গালা সম্পাদকদিগকে কেবল নীচ অস্পৃশ্য, ও অশিক্ষিত মনে করেন না । তিনি ইহাদিগকে কীটের ন্যায় ঘৃণা করেন এবং সুযোগ পাইলে ইনি পদতলে দলিত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংশ করার যত্ন করেন । তিনি যখন দরবারে অকারণে ইহাদিগকে তিরস্কার করেন, তখন লোকের মনে তাঁহার উপর কেবল অশ্রদ্ধার উদয় হয় না, ভয়েরও উদয় হয় । তৎপরে বাঙ্গালা সম্পাদকদিগকে এই অপবাদ হইতে স্খলন করিবার নিমিত্ত আমরা শুনিলাম কলিকাতায় একটি সভা করিবার সংকল্প হয় । ইহাতে কলিকাতার অনেক প্রধান২ লোক যোগ দেন । এমন কি, দুই তিন শত ইংরাজও ইহাতে মিলিত হন, কিন্তু তাহারা সাহস করিয়া এ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না । তাহাদের ভয় হয় পাছে তাহারা দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মঙ্গল করিতে গিয়া তাহাদিগকে বিপদে নিঃক্ষেপ করেন । সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের এমন সময় অন্ততঃ তাহাদের ঘরোয়া বিবাদগুলি যথা সাধ্য সংশোধন করা উচিত ।

বাহিরের লোক না জানুন, আমরা জানি যে বাঙ্গালিরা কিরূপ দ্বেষ, হিংসায় পরিপূর্ণ । ইহাদের মধ্যে কুশিক্ষা দ্বারা স্বার্থপরতা দিন দিন প্রবল হইতেছে, সুতরাং যদি প্রস্তাবিত সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে এদেশীয় কেহ হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে হয় ত ইহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতাম না । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জন কয়েক বিদেশীয় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন । বিদেশীয়েরা সামান্য ব্যক্তি নন । ইহারা বোম্বাই ও অন্যান্য অনেক স্থানের সম্পাদকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া এখানে আসিয়াছেন । সুতরাং আমরা ভরসা করিতেছি এই সদনুষ্ঠানটী সফল হইবে । ইংলিশম্যান এই বিষয়টী উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি বাঙ্গালি সম্পাদকেরা এরূপ সৎকার্য্য সমাপন করিতে পারেন তাহা হইলে আত্ম কলহে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ইংরাজ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে ইহারা উপদেশ প্রদান করিবেন । অপিচ এরূপ কার্য্য করিতে পারিলে বাঙ্গালা সম্পাদকদিগের উপর ইডেন সাহেবেরও ভয় ও ভক্তির উদয় হইবে ।

—০:০—

লাইসেন্স ট্যাক্স না ইনকম ট্যাক্স ?

ষ্ট্রাচি সাহেব লাইসেন্স ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন যে, হয় সকলে অপ্রতিহত ভাবে এই ট্যাক্স প্রদান করিতে সম্মত হইবেন, নয় তাঁহার ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতে হইবে । ষ্ট্রাচি সাহেবের টাকার প্রয়োজন, তাঁহার যে কোন উপায়ে ইহা সংগ্রহ করিতে হইবে । তিনি এই নিমিত্ত লাইসেন্স ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতেছেন । ইহাতে সুবিচার হইতেছে না, যদি লোকে ইহার প্রতিবাদ করে তাহা হইলে এই ট্যাক্স সংক্রান্ত এরূপ সমুদয় আপত্তি উঠিতে পারে যে তাহা খণ্ডন করা কঠিন । তিনি এই নিমিত্ত ট্যাক্স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যুক্তি অবলম্বন না করিয়া একটী কৌশল অবলম্বন করেন এবং তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য কৃতকার্য্য হইয়াছে ।

আয়-ব্যয়-মন্ত্রী মনে মনে বোধ হয় এই রূপ গণনা করেন যে, এদেশীয় লোক যত দেশহিতৈষীতা দেখাক্, তাহাদের প্রধান কথা নিজের স্বার্থ । তিনি কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বোধ হয় এরূপ গণনা করেন নাই । যখন এদেশে ইনকম ট্যাক্স ছিল তখন এদেশীয়েরা যে সমুদয় মনের ভাব ব্যক্ত করেন তিনি তা[illegible] উপরে নির্ভর করিয়া গণনা করেন, এবং তিনি ইহা[illegible] দেখেন যে, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন [illegible] ট্যাক্সের বিরোধী, হিন্দু পেট্রিয়টের ত কথাই নাই, বাঙ্গলার দরিদ্র প্রজার হিতসাধন করা যে সমুদয় সম্বাদ পত্রের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য তাহারাও ইনকম ট্যাকসের বিরোধী, যে সমুদয় হাকিমেরা প্রজা জমিদারে বিবাদ হইলে প্রজার পক্ষ সাধ্যমত সমর্থন করেন, যে সমুদয় গ্রন্থ কর্ত্তারা কেবল এই রূপ প্রবন্ধ সমুদয় লিখেন যে জমিদার উচ্ছিন্ন গিয়া প্রজার শ্রীবৃদ্ধি না হইলে দেশের নিস্তার নাই তাহারাও ইনকম ট্যাকসের বিরোধী । তিনি ইহাও জানেন যে, যে সমুদয় ইংরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরাজি সম্বাদ পত্র এদেশে আছেন তাহারা কেবল আপন স্বার্থ দেখেন । যখন ইনকম ট্যাকস উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত স্বার্থপর ইংরাজেরা যত্ন করেন তখন দেশীয়েরা গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় কিরূপে তাহাদের অনুগামী হয় তাহাও তিনি স্মরণ করেন । তাহার সম্ভবতঃ স্মরণ হয় যে, ফসেট সাহেব ইনকম ট্যাকস উঠাইবার নিমিত্ত যত্ন করেন এই নিমিত্ত কলিকাতাবাসীরা তাহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র দেন এবং এই সভাতে এক জন ইনকম ট্যাকসের পক্ষ সমর্থন করাতে উপস্থিত সভ্যেরা তাহাকে লজ্জা দেন । এই সকল বিষয় জানিয়া হয় ত তিনি বলেন যে, হে ব্রিটীশ অধিকৃত রাজ্যবাসীগণ তোমরা কি চাও ? ইনকম ট্যাকস না লাইসেন্স ট্যাকস? অর্থাৎ তোমরা যে কোটি২ দরিদ্র প্রজার হিত সাধনার্থে রাজপুরুষদিগকে উত্যক্ত কর তাহাদের সাহায্যার্থে কি তোমরা দণ্ডায়মান হইবে ? কেবল ষ্ট্রাচি সাহেব নহে, আমরাও এই সমুদয় দেশ হিতৈষি ব্যক্তিদের উত্তরের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছি ।

ইংরাজি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা ইনকম ট্যাকস হইল শুনিয়া নৃত্য করিতেছেন । যাহারা ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস ও ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের আয় ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়াছেন তাহারা জানেন এই সকল সম্পাদকগণ কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন । ভারতবর্ষের প্রকৃত হিতকারী যাহারা তাহারাও কি ইহাতে ইহাদের ন্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন ?

দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের কোন ভেদ নাই ইহা আর কেহ না হউক বোধ হয় ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভার জমিদার সভ্যেরা এত দিন পরে বুঝিয়াছেন । তাহারা ইনকম ট্যাকসের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের কিছু স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহাও বোধ হয় তাহারা এখন বুঝিয়াছেন । ইনকম ট্যাকস না উঠাইলে গবর্ণমেণ্টের টাকার অনটন হইত না, আবার ইনকম ট্যাকস না উঠাইলে, যাহারা পূর্ব্বে ইনকম ট্যাকস দিতেন, তাহাদের উপর গবর্ণমেণ্টের এত ভয় হইত না, ও তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দবস্তের মূলে আঘাত লাগিত না, এতদ্ভিন্ন আজ কোটি২ নিরাশ্রয় দরিদ্র প্রজার উপর গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স ট্যাকস স্থাপন করিতেন না । যখন ইনকম ট্যাকস উঠাইয়া দেওয়ার জন্যে কলিকাতায় সভা হয় তখন এই সভার সভাপতির আসন রাজা দিগম্বর গ্রহণ করেন । সম্প্রতি ইনিই আবার ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এশোশিয়েসন সভার সভাপতি পদে অধিবেশন করিয়া ইনকম ট্যাকসের সপক্ষতা করিয়াছেন । যদি কেবল নিজের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া এখন আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এশোশিয়েসনের সভ্যেরা যেরূপ হতসর্ব্বস্ব হইয়া এখন ইনকম ট্যাকসের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, দেশের অপর সকলেরও তাহাই করিতে হইবে ।

কেবল এদেশীয়দের বোধ হয় পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হওয়া উচিত নহে, গবর্ণমেণ্টের এই সময় সতর্ক হওয়া উচিত । গবর্ণমেণ্ট যতই বলুন, রাজ পুরুষেরা মনে মনে জানিতেছেন যে, তাহারা দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে প্রণালীতে ট্যাক্স করিতেছেন তাহাতে তাহারা প্রকারান্তরে দুর্ভিক্ষের সহায়তা করিতেছেন । তবে হয় রাজ্যের উপর তাহাদের যেরূপ যত্ন থাকা উচিত ইহাদের তাহা নাই, অথবা ইহারা স্বার্থপর ইংরাজদের ভয়ে কর্ত্তব্য সাধনে পরাংমুখ হইতেছেন । ফল যদি ভারতবর্ষ রাজ্য করা ইংরাজ জাতির স্বার্থ সাধনের [illegible]

হয়, তাহা হইলেও তাহারা আজ কয়েক বৎসর অবধি যে প্রণালীতে কর নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা তাহাদের করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা এবার আয় ব্যয় সংক্রান্ত মন্ত্রীকে এক রূপ কোন দোষ দিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদিগকে এক রূপ বলিতেছেন যে তোমরা লাইসেন্স ট্যাক্স না ইনকম ট্যাক্স চাও? সুতরাং তিনি আমাদের উপর একরূপ ইহা নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি দেশের প্রকৃত হিতের নিমিত্ত আপাততঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা কোটি কোটি দরিদ্র লোককে রক্ষা করিতে পারি, তবে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে রাজ পুরুষদিগের ইচ্ছা নহে যে ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে তাহারা লাইসেন্স ট্যাক্স ও ইনকম ট্যাক্সের মধ্যে নির্ব্বাচন করার ভার আমাদিগকে দিতেন না। রাজপুরুষেরা জানেন যে কোটি কোটি লোক পদতলে দলিত হইয়া রহিয়াছে যাহারা সহস্র সহস্র একত্রিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও তাহা রাজপুরুষদিগের কর্ণকুহরে গমন করে না, যাহারা বেদনা পাইলে কিরূপে কাঁদিতে হয় জানে না, লাইসেন্স ট্যাক্স তাহাদেরই দিতে হইবে। আবার এই দুরবস্থাপন্ন কোটি কোটি লোক যাহাদের মুখাপেক্ষী তাহারা নিজের ক্ষতি হইবে এই ভয়ে কস্মীন্ কালে ইনকম ট্যাক্সের পক্ষ সমর্থন করিবেন না। সুতরাং তাহারা দরিদ্র প্রজার প্রতি স্নেহ বশতঃ ইনকম ট্যাক্সের উল্লেখ করেন নাই। যাহারা সম্ভবত তাহাদের পক্ষ হইয়া কোন কথা কহিতেন কেবল তাহাদের মুখবন্ধ করিতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যদি এদেশের লোক মনুষ্য হন তাহা হইলে ষ্ট্রাচি সাহেব আমাদিগকে ঘূর্ণায়মান করিবার জন্যে যে চক্র পাতিয়াছেন আমরা তাহাকে সেই চক্রে ঘুরাইতে পারি, তবে তাহা হইবে না, তাহা হইবার কিছু মাত্র সম্ভব থাকিলে ষ্ট্রাচি সাহেব এ কৌশল অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেন না।

—০:০—

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

সাগর মন্থন করিতে করিতে যেরূপ অমৃতের সঙ্গে বিষ উৎপত্তি হয় অনেকের বিশ্বাস যে, ইংলিশ সুশাসনে সেই রূপ শুভ ফলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি অমঙ্গলের উদয় হইয়াছে এবং এই মঙ্গল অমঙ্গলে দেশের মধ্যে যদিও ভয়ানক ঘোর দ্বন্দ যাইতেছে কিন্তু বোধ হয় অমঙ্গলের ভাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ রাজ শাসনে যত গুলি অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে উপাধি ব্যাধি একটী প্রধান। মন্বান্তরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হয় ত মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুর্গতির অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, জ্বর ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় বৃদ্ধি হয়, সুরাপান যতই বৃদ্ধি হউক তথাচ অনেকের বিশ্বাস অধুনাতন যুবকেরা অপেক্ষাকৃত মিতপায়ী হইতেছে, কিন্তু রাজ পুরুষেরা কি উপাধি ব্যাধি আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে দেশ হতশ্রী করিয়া তুলিল, যে পরিবারে শান্তি ছিল সে পরিবার শান্তিশূন্য হইল, যাহার দ্বারে লক্ষ্মী স্থির ভাবে বিরাজিত ছিলেন, তিনি সে দ্বার পরিত্যাগ করিলেন, এই ব্যাধির নিমিত্ত লোকের আহার নিদ্রা নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। গবর্ণমেন্ট একবার এই উপাধি বৃষ্টি করেন আর ভারত সমাজে যেন অগ্নি বৃষ্টি হয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কত হৃদয়ই বিদীর্ণ হয়, কত হাহাকার ধ্বনিই উঠে, এবং কত সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়।

কিন্তু বঙ্গ দেশে এক জন ব্যক্তি আছেন তাঁহাকে রাজ পুরুষেরা যখনই কোন সম্মানসূচক পদ প্রদান করিয়াছেন তখনই কেবল বঙ্গবাসীরা আনন্দের সঙ্গে জয় ২ ধ্বনি করিয়া উঠেন নাই, স্বর্গে দেবতারাও বোধ হয় আনন্দে উল্লাসিত হইয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা-
নিমিত্ত এক জাতীয় নূতন উপাধির সৃষ্টি করি-
। তিনি এই উপাধি দ্বারা সাদরে তাঁহার নিজ

পদস্থ ইংরাজ মহিলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজবংশীয় মহিলাদিগকেও ভূষিত করিয়াছেন, এবং আমাদের মহারাণী স্বর্ণময়ীকেও ইহা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। আমরা কুইন বিকটরিয়াকে কস্মীন কালে চক্ষে দেখি নাই, তবে আমরা যত দূর শুনিয়াছি তাহাতে অনেক সময় তাঁহাকে কোন পুণ্যাত্মা হিন্দু মহিলা বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়। অনেক সময় আমাদের হৃদয়ে এরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে যে, ইনি পূর্ব্ব জন্মে কোন হিন্দু রাজ কুল উজ্জল করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ইনি যে মহারাণী স্বর্ণময়ীর অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া প্রীতি লাভ করিবেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ভাব দেখাইবেন তাহা আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারি।

এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উচ্চ পদবীতে উত্থিত করিয়া এদেশীয়দিগকে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা প্রদান করেন নাই, দেশের হিতাকাংখা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষদিগের পদ সেবা করিতে উৎসাহ দেন নাই, অভিমান অহংকার প্রভৃতি তৃপ্তি করিতে শিক্ষা দেন নাই, ইহা দ্বারা পরের দুঃখে দুঃখী হইতে, অন্যের অশ্রুপাত দেখিয়া আপন অশ্রুপাত করিতে, আপন বৈভব বিস্মৃত হইয়া নিরাশ্রয় দরিদ্রের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেশে সদনুষ্ঠান, বিদ্যাদান, নিরন্নকে অন্নদান, বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কুইন বিক্টোরিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগকে ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে, বেশভূষার চাকচিক্য কি অসংখ্য ধন ভাণ্ডারের জাকজমক দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হন না, নির্জ্জনে নিঃশব্দে, গৃহের কবাট অবরুদ্ধ করিয়া যিনি সৎকার্য্য করেন তাহা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। কুইন বিক্টোরিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উপাধি প্রদান করিয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন করিয়াছেন, তিনি অপর ধনাঢ্য মহাশয়গণকে সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীকে সম্মান করিয়া কুইন বঙ্গবাসীদিগকে যথোচিত আনন্দিত করিয়াছেন। এইক্ষণ রায় রাজীবলোচনকে মহারাণীর সঙ্গে২ উচ্চে উঠাইলে বঙ্গবাসীরা আরো তৃপ্ত হইবেন। স্বর্ণময়ী শুভক্ষণে জন্মিয়াছিলেন। তিনি যাঁহাকে তাঁহার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিতেন তিনিই তাঁহার সঙ্গে২ সদনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইতেন কিন্তু এমনও হইতে পারে যে মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় রায় রাজীবলোচনও শুভক্ষণে জন্মা ব্যক্তি। বঙ্গদেশের ধর্ম্মভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া না যায় এই নিমিত্ত বিধাতা এ দুই জনকে একত্রিত করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উচ্চে উঠাইয়া যে গবর্ণমেন্ট তাঁহার দেওয়ানকে সেই সঙ্গে২ উচ্চে উঠাইলেন তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু তথাচ আমাদের ইচ্ছা যে গবর্ণমেন্ট মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতি যেরূপ প্রসন্নতা দেখাইয়াছেন, ইহাঁর প্রতিও সেই রূপ কোন প্রসন্ন ভাব দেখান।

—:—

গত ব্যবস্থাপক সভায় মেকেঞ্জি সাহেব বলেন যে, আমরা যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে দরিদ্র নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য জীবিকা অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে তাহাদিগের লাইসেন্স কর দিতে হইবে না। আমরা রাজপুরুষদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া কতক আশ্বাসিত হইলাম। ইহা দ্বারা তাহারা একটু পরিচয় দিয়াছেন যে, দরিদ্র প্রজার উপর তাঁহাদের হৃদয় একেবারে কঠিন হয় নাই, এবং আমরা এই অশ্বাসে উৎসাহী হইয়া নিম্নে বর্ণন করিতে সাহসী হইতেছি যে, যে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিলে কিরূপ শ্রেণীর উপর পতিত হইবে।

মেকেঞ্জি সাহেব বলিয়াছেন যে, যাহাদের বৎসর ৫০ টাকার ন্যূন আয় তাহাদের ট্যাক্স দিতে হইবে না, অর্থাৎ যাহাদের কোন ব্যবসায়ে ৫০ টা[illegible]র্জ্জন হয় তাহদিগকে ১ টাকা দিতে হইবে। [illegible]০ টাকা বৎসর আর হইলে মাসে ৪ টাকা হয় [illegible]রিবার চারি টাকা আয়ের উপর নির্ভর করে তাহারা এক রূ[illegible] দিনান্তে কোন গতিকে চারিটি অন্ন প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোক, যাহারা প্রতিদিন অনশনে না হউক উদর অর্দ্ধ পূর্ত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে বৎসর এক টাকা কর দিতে হইবে। এটি কত বড় কঠিন নিয়ম হইবে তাহা বোধ হয় যে কেহ অনুমান করিতে পারেন। যাহারা অধিক টাকার ব্যবসা করে তাহাদের উপর তত নিষ্পীড়ন না হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের অল্প টাকার ব্যবসা তাহাদের কোন হিসাব পত্র থাকে না, কিন্তু রাজপুরুষেরা এক রূপ অনুমান করিয়া ইহাদের উপর ট্যাক্স নিঃক্ষেপ করিবেন, সুতরাং ইহা দ্বারা অনেক স্থলে কর দাতার অবয়ব, তাহার গৃহ, তাহার পরিবারস্থ লোক সংখ্যা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুরুষদের কর নির্দ্ধারিত করিতেহইবে তাহার ভুলনাই, এবং এরূপ দুর্ভাগা অনেকে আছেন যে অনশনেও তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয় না; এরূপ দুর্ভাগা অনেকে আছেন যে লক্ষ্মীত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংশ হয় না, এবং এরূপ অনেক হতভাগা আছেন যাহার পরিবার কুপোষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ অথচ এক পয়সা আয় নাই, সুতরাং রাজপুরুষেরা ইহাদের উপর যে অতিশয় অবিচার করিবেন তাহারও ভুল নাই। আবার এরূপ অনেক স্থল হইবে যে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিলিপ্ত হইয়া অনেকে আপনার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিয়া ঋণজালে জড়ীভূত হইয়াছেন, এবং প্রতি মূহুর্ত্তে বিনাশের গর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, হয় ত রাজপুরুষেরা অতি উচ্চহারে তাহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স লইবেন। মাসি সাহেব ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে যে লাইসেন্স ট্যাক্সের নিয়ম করেন সে আয়ের উপর নির্দ্ধারিত হইত। তিনি নিয়ম করেন যে বৎসর ২০০ টাকা যাহার খাটি আয় তাহার ৪ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে কিন্তু তথাচ লাইসেন্স ট্যাক্সের আসেসরেরা অতি যত্ন করিয়া অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তখন যদি তাহাদের অন্ধকারে কাজ করিয়া দরিদ্রদিগকে সর্ব্বনাশ করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেকেঞ্জি সাহেব যে নিয়ম করিতেছেন তাহাতে রাজপুরুষদিগের এবার ঘোর অন্ধকারে শাণিত অস্ত্র লইয়া কাজ করিতে হইবে। সেবার আয়ের উপর কর নির্দ্ধারিত হইত, এবার লাভ লোসকানের সঙ্গে ট্যাকসের কোন সংশ্রব থাকিবে না; যাহার ভরাডুবি হইয়া সর্ব্বস্ব রসাতলে গিয়াছে, যাহার কারবার গৃহে বজ্রপতন হইয়া সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়াছে, অথবা বাণিজ্য প্রবাহে তুফান উঠিয়া যিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছেন তাহারও ট্যাকস দিতে হইবে।

—০:০—

বোম্বাই গেজেটের লণ্ডনস্থ সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন "যুদ্ধ সম্বন্ধে এখন কি কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে তদসম্বন্ধে রাজমন্ত্রীদিগের মধ্যে মতভেদ যাইতেছে। গত শনিবার লণ্ডন নগর ময় রাষ্ট্র হয় যে লর্ড বিকন্সফিল্ড রাজ মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ জনরব মিথ্যা হইলেও রাজ মন্ত্রী যে আপাতত ভারি অসুখে আছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। লর্ড সেলিসবারির সঙ্গে রাজ মন্ত্রীর পূর্ব্বে যে মত ভেদ ছিল তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এই মতভেদের নিমিত্ত পাছে রাজ মন্ত্রী সভা ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে ইহারা এখন পর্য্যন্ত কোন নিদ্ধারিত পথ অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। লর্ড বিকন্সফিল্ডের মতে ইংলণ্ডের অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের গেলিপোলি অবিলম্বে অধিকার করা এবং হয় বেটম নয় ড্যানিউবের মুখে সৈন্য পাটান কর্ত্তব্য। লণ্ডনে এই রূপ রাষ্ট্র যে, আজ কিছু দিন হইল কুইন রাজ মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলেন যে, রুশিয়দের গতি অবরোধ করার পক্ষে তিনি ভারি শৈথিল্য দেখাইতেছেন। এই জনরব সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন, কিন্তু এটি সত্য যে কুইন সম্প্রতি থিওডোর মার্টিন সাহেবের কৃত প্রিন্স কনসার্টের জীবন চরিত্রের তৃতীয় ভাগ রাজ মন্ত্রীকে উপহার দিয়া আদেশ করিয়াছেন যে, তিনি যেন রাজ মন্ত্রী

ভার সভ্যদিগকে এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে দেন। এই পুস্তক খানিতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বিবরণ লেখা আছে এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তাহারই রুশিয়ার উপর ক্রোধের উদয় হইবে, সুতরাং ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে কুইনের ইচ্ছা যে লর্ড বিকন্সফিল্ডের ইচ্ছা মত কার্য্য হয়।"

—০—

নাগা যুদ্ধ সম্বন্ধে শেষ তারের সম্বাদ এইযে, বিপক্ষেরা এখনও বশীভূত হয় নাই। ইহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে এবং সুযোগ মত গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় লোকদিগকে বিপদগামী করিয়া বিনষ্ট করার যত্ন করিতেছে। পূর্ব্বে যে সন্ধির কথা উত্থাপন হয়, তাহা কার্য্যে কিছুই হইল না। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কতক গুলি নাগা মাঝামাস্থিত গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদিগকে গভীর রজনীতে আক্রমণ করে কিন্তু বিতাড়িত হয়। বিপক্ষের সামাগুইটিং নামক স্থানে তিন বার আগুণ দেওয়ার যত্ন করে কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হয় নাই। কোনামা নামক স্থান বাসীরা যুদ্ধ করে কি সন্ধি করে তাহার কিছুই এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ওয়াকার নামক স্থানে গোলযোগ নাই।

—০—

এবার এদিকে যেরূপ ভয়ানক শীত পড়িতেছে এরূপ শীত কস্মীনকালে এদেশের কেহ দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। গত শুক্রবারের রাত্রে এরূপ শীত পড়ে যে কোম্পানির বাগানের একটী স্থানে জল জমিয়া তুষার হইয়া যায়।

NOTICE.

The following properties will be put up to sale at the "De Burgh House," Shadhunpore, Burdwan, on Saturday, the 12th January 1878 (29th Poush Bengali) at 4 o'clock P. M {Both (in village Sreedharpore, Thana Gangoor, Chowky, Registry District and District Burdwan.}

1. A large Pucka two storied Dwelling house, suitable for the residence of a Native rich man, with Lakraj lands adjoining about 1½ bigghas and trees and erections thereupon and every thing appertaining to it.

2. A Lakraj Pond adjoining to the above with surrounding lands measuring about 3 bigghas with fish trees and every thing appertaining to it

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

২রা জানুয়ারি। অষ্ট্রিয়ার রাজমন্ত্রী কাউণ্ট আণ্ড্রাসি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তুর্কি রক্ষার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার হঙ্গিরিয়ান গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ নাই, প্রত্যুত তুর্কির পতন হইলে তুর্কি রাজ্য বণ্টন করিয়া অষ্ট্রিয়ার কিছু লভ্য হইবার সম্ভব। রুসিয় জেনারেল মেলিকফ রুসিয়ায় গমন করিয়াছেন। তিনি আবার এই মাসে আর্ম্মেনিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ট্রিবিঝন্দের দক্ষিণে বেইবার্ট নামক স্থানে রুসিয়রা অগ্রসর হইতেছে। বোধ হয় সত্বর তথায় বৃহৎ যুদ্ধ হইবে।

৩রা। বলগরিয়া হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে, সোফিয়া প্রায় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ইস্মেল পাশা গাজি মাহাম্মদ মুক্তিয়ারের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪ঠা। গাজি মুক্তিয়ার কনেষ্টেণ্টিনোপল উপস্থিত হইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে কামারালিতে তুর্কিরা যে সৈন্য রক্ষা করে তাহা হটিয়া শিয়াটিঝাতে উপস্থিত হইয়াছে। হটিয়া আসিবার সময় বেকার পাশা ইহাদিগকে সুকৌশল পূর্ব্বক শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তুর্কির [illegible] ছয় শত সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। জেনারেল নাগারাকো ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তুর্কিরা ট্রোজন গেটের শিয়াটিজ নামক স্থানে হটিয়া গমন করিতেছে।

৫ই। সুলতান ইংলণ্ডের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ নিষ্পত্তি করার যত্ন করেন, কিন্তু ইংলণ্ড উত্তর দিয়াছেন রুশিয়া কি নিয়মে সন্ধিস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন তাহা না শুনিলে তিনি সুলতানের কথার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না।

৬ই। এই রূপ রাষ্ট্র যে পূর্ব্বে কি কি নিয়মে সন্ধিস্থাপন হইবে তাহা সমস্ত না জানিলে রুসিয়া যুদ্ধ হইতে কিছু দিনের নিমিত্তও বিরত হইবে না। তুষারের নিমিত্ত ড্যানিউবে নৌকা গমনাগমন করিতে পারিতেছে না। কনেষ্টেণ্টিনোপলে এত দিন মাহাম্মদ দামাদ সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

৭ই। সম্বাদ পত্রের সম্বাদদাতারা প্রকাশ করিয়াছেন যে তুর্কিরা শিপিকাপাশের যে স্থান অধিকার করিয়াছে অত্যন্ত শীতের নিমিত্ত তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং রুসিয়া জেনারেল রাডেস্কি শিপকা পাশ দিয়া কিঝানলিক নামক স্থানে অগ্র[illegible]। রুশিয় সৈন্যেরা এই স্থানে শীত [illegible] ব্রিটিশ রাজ[illegible] রুশিয়া এক মত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত না হন ততদিন রুসিয়া সন্ধির কোন কথা শুনিবেন না। বলগরিয়াতে তুর্কিদের যে সৈন্য আছে তাহা হইতে ৩৮ দল তুর্কি সৈন্য আড্রিয়ানোপলে গমন করিয়াছে।

৮ই। রিউফ পাশা যদিও এখন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন নাই কিন্তু তাহার হস্তে রোমলিয়ার তুর্ক সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইয়াছে। এখানে সলিমান পাশা এক দল সৈন্যের ও বেকার পাশা ইহার এক অংশের কর্ত্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে যুদ্ধ কিছু দিনের নিমিত্ত স্থগিত করার যে প্রস্তাব হইতেছে তাহা সফল হইবে না। সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে সোফিয়া রুশেরা অধিকার করার পূর্ব্বে তুর্ক সৈন্য ইহা পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। সুতরাং তাহারা এখানে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না। সম্বাদ পত্রের সম্বাদদাতারা যে প্রকাশ করেন তুর্কেরা শিপিকা পাস পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা অমূলক।

সংবাদ।

—পাইয়োনিয়ার সম্বাদ পত্র পাঠে অবগতি হইল, লক্ষ্ণৌয়ের নিকট বর্ত্তী কোন স্থানে এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কাণপুর ও লক্ষ্ণৌয়ের মধ্যস্থিত এক পল্লীগ্রামে মস্তক হীন দুইটি মৃত দেহ এক বৃক্ষতলে পতিত ছিল। সব দুটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাহার একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী, অপরটি অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পূর্ণ যুবক। কথিত স্থানের নিকটে যুবতীর বস্ত্র সহ তদীয় মস্তকের সমস্ত কেশ ও যুবকের কর্ত্তিত অঙ্গ বিশেষ (পুং চিহ্ন) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুলিশ চতুর্দ্দিকস্থ পল্লীবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন তত্ত্বই পাইতেছেন না। ঘটনার দুই দিন পরে যুবক যুবতীর দুটি মস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু মাংসাশী পশু মস্তকদ্বয়কে এরূপ রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছে যে, চিনিতে পারা যায় না।

—নাগাদের যদিও অবশেষে পরাস্ত হইতে হইবে কিন্তু আপাতত তাহারা ইংরেজ সৈন্যদিগকে কম কষ্ট দিতেছে না। ইহাদের গ্রামগুলি প্রায়ই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শিখরে স্থাপিত এবং ঐ সকল স্থানে কামান, অশ্ব, ও অন্যান্য যুদ্ধ সজ্জা লইয়া গমন করা দুরূহ ব্যাপার। এই রূপ একটি গ্রাম তাহারা কি রূপে অধিকার করেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। এই গ্রামটি ১১০০ শত ফিট উচ্চে স্থাপিত। ইহার পরিধি এক মাইল এবং উহার চতুস্পার্শ্ব এরূপ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত যে উহা অধিকার করা সহজ ব্যাপার নহে। গ্রামের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গড় আছে এবং তথায় নাগারা যুদ্ধ সাজ্জয় সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করে। অনেক কষ্টে ইংরেজ সৈন্য এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হন এবং নাগারা তাহাদের গড় হইতে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। ইংরেজ সৈন্যেরা সাহসপূর্ব্বক গমন করিতে থাকে। এবং শেষে নাগারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ইংরেজ সৈন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু নাগারা পলায়ন করিবার পূর্ব্বে গ্রামে অগ্নি লাগাইয়া চলিয়া যায় এবং তথাকার সমস্ত বাড়ী গুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইংরাজ সৈন্য রাত্রিতে তাম্বু ফেলিয়া তথায় অবস্থিতি করে এবং নাগারা অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের প্রতি গুলি নিঃক্ষেপ করিতে থাকে। সৌভাগ্য ক্রমে গুলিকর্ত্তৃক কেহ আহত হয় না। ইংরেজ সৈন্যদের অগ্রসর হইবার একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। নাগারা সমস্ত পুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে রাস্তা এককালে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, পরিশেষে তাহাদের ইংরেজদিগের পদানত হইতে হইবে।

—পূর্ব্বে রুসিয়ার অন্তর্গত কেজান নামক স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

—লাইসেন্স টাক্স হউক, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এটী ইনকম টাক্সের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনকম টাক্স সংগ্রহ কালে ইনকম টাক্সদাতার উপরে যে অত্যাচার ও অবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে তাহা নাই তা নয়, তবে অল্প আর অধিক। ইনকম টাক্সঘটিত অত্যাচারের পরিহার করা যায়, অথচ ধনীমাত্রের নিকট হইতে কিছু কিছু লওয়া যাইতে পারে এরূপ উপায় আছে, ইডেন সাহেব তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন? ইনকম টাক্সের অত্যাচারি এই, অজ্ঞাত আয়ের নিমিত্ত সন্দেহ করিয়া লোককে পীড়ন করিতে হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির আয় পরিজ্ঞাত, তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইলে তাহাতে পীড়ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা উদাহরণ স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকদলকে গ্রহণ করিতেছি। প্রথম চাকুরে দল। লাইসেন্স টাক্সে প্রকারান্তরে আয়ের অন্বেষণ আছে, কিন্তু এ দলের আয়ের কিছুমাত্র অন্বেষণ করিতে হয় না। গবর্ণমেণ্টের ঘরে অধিকাংশ চাকুরের জট বান্ধা রহিয়াছে। অন্য অন্য চাকুরের আয় জানাও কঠিন নয়। যাহারা কোম্পানির কাগজের সুদ খায়, তাহারা দ্বিতীয় দলের অন্তর্নিবিষ্ট। তাহাদিগের আয়ের খাতা গবর্ণমেণ্টের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেকেঞ্জি সাহেব বলেন, দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াতে এবং ইউরোপীয়দিগের বিনিময় কার্য্যে ক্ষতি হওয়াতে উহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এ কথাটী আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। যাহাদিগের অল্প বেতন তাহাদিগের কষ্ট বটে, কিন্তু স্থূল বেতনভোগীদিগের কি কষ্ট তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না। তবে তাঁহারা কিছু অধিক সঞ্চয় করিতেন তাহা না হয় কিছু কম হইবে, কিম্বা কিছু অধিক ধারী করিতেন, তাহারই না হয় কিছু সঙ্কোচ হইবে। ফলতঃ অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল বেতনভোগীদিগের উপরে কর করিবার কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয়দিগের বিনিময়ের ক্ষতিবন্ধন তাহাদিগকে অব্যাহিত দেওয়া গেল, এটী নিতান্ত অনুগ্রহের কথা। সে ক্ষতিতে কি তাহারা এমনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের বিপদে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারে না। তাহারা কি সমুদায় বিলাস দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়মিত ভোজন করিতে কুশাসনে শয়ন করিতে ও পদব্রজে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে? যাহাদিগের নিকট হইতে এক টাকা লাইসেন্স টাক্স লওয়া হইবে, তাহাদিগের অপেক্ষা কি উহারা দুঃখী? ফলতঃ ইডেন সাহেবের ন্যায় ন্যায়দর্শী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এরূপ কাণামেঘা বর্ষণ ভাল হইল না।—সোমপ্রকাশ

—বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্লেবনার পতন যখন হইয়াছে তখন রুশদিগের আড্রিয়ানোপোলে গমন করার আর বাধা নাই। বলগরিয়াতে তুর্কদের যে চারিটী দুর্গ আছে তাহা এরূপ চারি স্থানে অবস্থিতি যে উহার একটী অপরটীকে সাহায্য করিতে পারিবে না, আবার প্লেবনার পতনে রুশদের এক লক্ষ সৈন্য বিমুক্ত হইল, সুতরাং বলকন্স পর্ব্বত পার হইতে ইহাদের আর কঠিন বোধ হইবে না। তবে বিধাতা মুসলমানদিগের পক্ষ আছেন। এখানে অসহ্য শীত উপস্থিত, তুষার পতিত হইতেছে, পথ কি পর্ব্বত শিখর অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি প্রচুর আহারীয় দ্রব্য থাকিত তাহা হইলে রুশেরা কস্মীন কালে প্লেবনা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। যখন ওসমান পাশা দেখিলেন যে, অনশনে তাহার অধীনস্থ যোদ্ধারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল, তখন তিনি রুসিয় ব্যূহ ভেদ করা সংকল্প করিলেন। তিনি এই সংকল্প করিয়া যে দিকে উইডিন সেই দিক হইতে বহির্গত হইলেন। সে দিকে রুসিয় যে সমুদয় সৈন্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিলেন, কিন্তু ইতি মধ্যে রুশ সৈন্য আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। তিনি বীরের ন্যায় এই অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে সমরে প্রবর্ত্ত হইলেন, আপন শরীর অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইল, শেষে অন্য উপায় হইয়া রুসিয়রা জেনারেল গ্রানিস্কির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। রুসিয়া তাহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন রুশ সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবহারার্থে নিজ শকট প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

—হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন, নবীন ও এলোকেশীর ঘটনার ন্যায় রাজসাহীতে একটী লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। মথুরানাথ তালুকদার নামক একটী যুবা লালপুর স্কুলে পড়িত। পুটিয়ার শ্রীনাথ সরকারের কন্যা অক্ষয়কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর মথুর অক্ষয়কুমারীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিল; এমন কি সে তজ্জন্য লালপুর স্কুল ত্যাগ করিয়া পুঠিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তথায় শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। মথুর এক দিন শুনিল, বাড়ীর এক জন খানসামার সহিত অক্ষয়কুমারীর অসক্তি জন্মিয়াছে। ক্রমেই তাহার সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শ্বশুর শাশুড়ীকেও জানাইল, কিন্তু তাহারা গ্রাহ্য করিল না। এক দিন মথুরের এক শালার স্ত্রী মথুরকে বলিল অক্ষয় কুমারী সেই চাকরের সহিত পরামর্শ করিয়াছে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। মথুর সেই রাত্রে শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখে যে, তাহার স্ত্রী নিদ্রিত ও বিছানার নীচ এক খানা ছুরি এবং তাহার কোটিদেশে এক গাছা রজ্জু নিবদ্ধ, কথা মিলিল। মথুর প্রাণের ভয়ে এবং মনের ঘৃণায় সেই রজ্জু নিদ্রিত স্ত্রীর গলায় দিয়া টানিয়া ধরিল, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মথুর পুলিসে ও ম্যাজিষ্ট্রেটিতে ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকটে আত্ম অপরাধ স্বীকার করে। রাজসাহীর সেসনের বিচারে মথুরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়। পরে মথুর আত্ম অপরাধ অস্বীকারে হাইকোর্টে আপীল করে। জষ্টিস মার্কবি এবং জষ্টিস রবেশচন্দ্র মিত্র আপীল শুনিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিতঃ সেসনের দণ্ডজ্ঞা বাহাল রাখিয়াছেন।

—প্রিন্স অব ওয়েলসের দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কুইন নিজ তহবিল হইতে ২০০,০০০ টাকা তাহাকে দিয়াছেন।

—সম্প্রতি ইংলণ্ডের একটি বিবাহে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যদি ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর অন্যূন এক শত বৎসর এইরূপ কার নৈকট্য সংস্রব থাকে তাহা হইলে ইংরাজেরা কেবল পান তামাক ধরিবেন না, তাহারা চেয়ার ছাড়িয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিবেন।

—প্লেবনা অধিকার কালে যাহারা বন্দী হয় তাহাদের অনেকের নিকট রুশেরা কুইন বিক্টরিয়ার মুখাঙ্কিত টাকা প্রাপ্ত হয়। তাহারা ইহা দেখিয়া প্রথম কিছু অবাক হয় কিন্তু শেষে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হয় যে ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের নিমিত্ত মুসলমানেরা যে সমুদয় টাকা পাঠান এ সেই সমুদয়।

—ভাগ্যের চক্র কেহ বুঝিতে পারে না। আমেরিকাতে জনেষ্টন নামক এক ব্যক্তির পিতা নিজে ১০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহার পুত্রকে দিয়া যান। তাহার পুত্র অতি পরিমিত ব্যয়ী, মদ্যপান কি অন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করে না, অথচ দুই বৎসরের মধ্যে এ ব্যক্তি সর্ব্বস্বচ্যুত হইয়াছে। পুত্র একটি রাস্তা প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে ক্ষতি হওয়াতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

—এক খানি রুশিয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাবুলের আমির যে সমুদয় পার্ব্বতীয় জাতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ তাহাদিগকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জীভূত করিতেছেন। তিনি আফিডিগের যুদ্ধের সমুদয় উপকরণ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর এ তিন শত ব্রিচ লোডার প্রদান করিয়াছেন।

—সার রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইতে অপর দুইটী কালেজ স্থাপন করার সংকল্প করিয়াছেন।

—বোম্বাই সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বোম্বাই গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল বিটোকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

—নাগারা মধ্যযোগে ইংরাজ সৈন্যদের উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং তাহাদের পানীয় জল বিষাক্ত করার যত্ন করে।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিগণিত। চিন পূর্ব্বোপদ্বীপ প্রভৃতির সহিতও ইহার বাণিজ্য চলিতেছে। বিশেষতঃ বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান আমদানি স্থল নারায়ণগঞ্জ। পাট, ফুল, তিসি ইত্যাদি যাবতীয় কৃষিদ্রব্য নারায়ণগঞ্জ হইতেই খরিদ হইয়া অধিক পরিমাণে বিলাত আমেরিকা প্রভৃতিতে রপ্তানি হইয়া থাকে। সেই নারায়ণগঞ্জের সহিত যাহাতে অন্যান্য স্থানে গমনাগমনের সুবিধা ঘটে সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে একেবারে নিশ্চেষ্ট বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টা কার্য্যত কল্পনাতেই অবসিত হইতেছে। সার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর নারায়ণগঞ্জকে বঙ্গদেশের মধ্যে একটি প্রধান বন্দর করিয়া বিদেশীয় জাহাজাদির গতাগতির জন্য কল্পনা করিয়া ছিলেন; শেষে সেই কল্পনার জল্পনাই সার হইল। ইডেন সাহেব পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে বিস্তার করিবার প্রস্তাবনা করাতে আমার নারায়ণগঞ্জের ভূয়সী বাণিজ্যোন্নতির আশা করিয়াছিলাম, শেষে জানিলাম উহা তাঁহার খেয়াল মাত্র। ইষ্টারণ বেঙ্গল কোম্পানির একখানা জাহাজ সর্ব্বদা ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে যাতায়াত করিতেছে। তাহাতে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি বিস্তর হইয়া থাকে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের লোকের চট্টগ্রাম হইতে লোক গতায়াত ও পণ্য দ্রব্য প্রেরণ জন্য উভয়তঃ স্থলে এক খানা ষ্টিমার নিয়োজনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে ১২৫০০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। ২৫০ টাকা করিয়া ৫০০ পাঁচশত অংশ বিক্রয় পূর্ব্বক দেশীয়দের নিকট টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্যার বিক্রিত না হইলে আমরা এই অনুষ্ঠানে আশ্বস্ত হইতে পারি না। চট্টগ্রামের সহিত ঢাকার ঈদৃশ যোগ করিলে লোকের যে বিস্তর সুবিধা ঘটিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে উভয় স্থানের বাণিজ্যোন্নতি বিস্তর হইবে। কথিত প্রস্তাবের প্রধান অনুষ্ঠানকারী লালচাঁদ বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। অংশীদের যে ইহাতে সমধিক লাভ হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখি যে, ইংরাজদিগের মধ্যে অকস্মাৎ মৃত্যু দিন দিন প্রবল হইতেছে। গত সোমবারের ইংলিশম্যানে এই কয়েকটী অকস্মাৎ মৃত্যুর সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মেজার কলিব্ উড নামক এক জন সৈনিক পুরুষ এক দিবস অশ্বারোহণ করিয়া গমন করিতে ছিলেন। তাহার অশ্ব পা পিছলিয়া পতিত হয় এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের নিম্নে পড়েন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। চিথাবস নামক আর ব্যক্তি এক দিন শিকার করিতে বহির্গত হন। রেলওয়ের দুই দিকে যে লৌহ তারের বেষ্টন থাকে তিনি তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে যান এবং ঐ তারে লাগিয়া তাহার বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকের গুলি তাহার হৃদপিণ্ডে লাগে। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। অ্যাকডারমট নামক আর এক জন সাহেব তাহার ভগ্নিকে সঙ্গে করিয়া টমটমে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হন। এই গাড়ী হইতে পড়িয়া সাহেবের মৃত্যু হয়।

—দুই শত দশ বৎসর পূর্ব্বে রবার্ট হুক নামক এক জন অনুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজিতে সর্ব্ব প্রথম এক খানি পুস্তক লিখেন। পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেন যে কাচের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সাহায্যে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক দৃষ্টির শক্তি অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রসন্ন হইয়া সেই রূপ মনুষ্যের অপর কয়েকটী ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি করিবেন। এইক্ষণ মনুষ্য অতি দূর হইতে কোন শব্দ শুনিতে পান না, কালে এরূপ কোন যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে যে মনুষ্যরা এক দেশ হইতে অপর দেশের লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিবে। যদিও এখন অতি অল্প পরিশর প্রাচীর ভেদ করিয়া শব্দ গমনাগমন করিতে পারে না, কালে মনুষ্যরা পর্ব্বতের এক দিকে অবস্থিতি করিয়া অপর দিকের লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিবে। এখন বায়ুস্তরে শব্দ গমনাগমন করে, কালে বায়ু ভিন্ন অপর দ্রব্যের সাহায্যে মনুষ্য দূর হইতে বাক্যালাপ করিবে এবং যাহা এই গ্রন্থকর্ত্তা দুই শত দশ বৎসরের পূর্ব্বে নিজগ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করেন টেলিফোনের সৃষ্টি দ্বারা আজ তাহাই সুসিদ্ধ হইয়াছে!

—দিল্লির নিকটস্থ যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা আছে উহা খনন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া একটী কোম্পানীর সৃষ্টি করেন এবং তাহারা আশা করেন যে উহা খনন করিয়া তাহারা বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। সৌভাগ্য দেবী অদ্যাবধি তাহাদের আশা পূর্ণ করেন নাই এবং করিবেন এ রূপ আশাও কাহারও নাই।

—ডাক্তার ইলিয়াট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। সংক্রামক জ্বরের কারণ নির্দ্দেশের ভার ইহার উপর অর্পিত হয় এবং তাহার মতে বন জঙ্গল সংক্রামক জ্বরের কারণ। ইহার উপদেশ অনুসারে বিস্তর গ্রাম বন শূন্য এবং অনেক দরিদ্র পরিবার অন্নশূন্য হয়। ক্রমে ইহার মত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত হয়। এবং ইলিয়াট সাহেব নিজেও স্বীকার সংক্রামক জ্বরের কারণ অদ্যাবধি কেহ বাহির করিতে পারেন ইলিয়াট সাহেবের ওলাউঠার মৃত্যু হইয়াছে।

—লণ্ডনে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে একটি সভা স্থাপিত আছে। যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তাহারই শিক্ষা প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা হইতে দুই বৎসরে ৬ হাজার বালক সন্তরণ শিক্ষা করিয়াছে।

—ইংরাজেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তুর্ক-রুশিয় যুদ্ধ নিষ্পত্তি করিবার যত্ন করেন, কিন্তু রুশিয়রা ইংরাজদিগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ইংরাজেরা সার্ব্বিয়বাসীদিগকে তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে নিষেধ করেন কিন্তু তাহারাও ইহা অগ্রাহ্য করে।

—বিলাত হইতে গত মেল পৌছিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে তুর্কি নগত মূল্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ৪ লক্ষ অস্ত্র শস্ত্র, ইংলণ্ডের নিকট হইতে এক লক্ষ ইউনিফরম, ২৫০ হাজার বড় কোরতা, এবং তিন লক্ষ ঘোড়া ক্রয় করে। তুর্কির এখনও যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু এদেশীয় মুসলমানেরা আর যুদ্ধের নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করি যে মোজাম্বিকে আফিঙ্গের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এটি পর্ত্তুগিজগণের উদ্যোগে হইতেছে। পর্ত্তুগেলে এ সম্বন্ধে একটী কোম্পানি স্থাপিত হইয়া বিস্তর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য ভাল বুঝেন এই রূপ এক জন পর্ত্তুগিজ এই কোম্পানীর কর্ত্তা হইয়াছেন। ইনি আফিঙ্গের আবাদ ভালরূপ জানে ভারতবর্ষ হইতে এই রূপ লোক লইয়া মোজাম্বিকে গমন করেন এবং সেখানে আফিঙ্গের আবাদ আরম্ভ করেন। যে সমুদয় ভারতবর্ষবাসীরা মোজাম্বিকে গমন করে তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা দেশে আসিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে মোজাম্বিকে অতি উত্তম আফিঙ্গ উৎপন্ন হইবে। ব্রিটীশ রাজ্যের নানা দিক হইতে বিপদ উপস্থিত। যদি মোজাম্বিকে আফিঙ্গেয় আবাদ কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে এখন আফিং হইতে যে বিস্তর রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছে তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

—বিলাতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুসিয়রা বলগেরিয়া তুর্কির শাসন হইতে মুক্ত করিয়া ডেনমার্কের একজন রাজপুরুষকে উহার সিংহাসনে উপবেশন করাইবেন। মহীশুর ও বরদায় যেরূপ আপন মনোনীত লোককে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া এই সমুদায় স্বাধীন রাজ্য রাজপুরুষেরা প্রকারান্তরে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে রক্ষা করিয়াছেন, বলগরিয়া সেইরূপ রুসিয়ার অধীনে রক্ষিত হইবে।

—মহারাজা সিন্ধিয়া শুক্রবার রাত্রে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পথে মঝাফাপুরে দিন দুই তিন অবস্থিতি করিয়া নিজ রাজ্যে গমন করিবেন।

—প্লেবনার পতন হইলে রুসিয় মন্ত্রি প্রিন্স গরষ্টালকাফ লণ্ডনস্থ রুসিয় রাজদূতকে এই সম্বাদ তারে পাঠান। প্লেবেনা অধিকার করিতে রুসিয়ার ২ জন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী, আট জন সামান্য কর্ম্মচারী এবং ১০২ জন সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৫ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি, ৪০ জন সামান্য কর্ম্মচারি এবং ১২০৭ জন যোদ্ধা আহত হইয়াছে। ইহাতে তুর্কদের ৪ হাজার লোক মরিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১০ জন পাশা, ১২৮ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ২০০০ হাজার সামান্য কর্ম্মচারী, ৩০ হাজার সৈন্য, ১২০০ অশ্বারোহী বন্দী হইয়াছে এবং ৭৭ টী কামান রুসেরা অধিকার করিয়াছেন। পাশাদিগকে বিগট নামক স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। ওসমান পাশাকে সৈনিক সম্মান অর্পিত করা হইয়াছে। তাহার শিবিরের সম্মুখে গাড অব অনার রক্ষিত হইয়াছে।

—এবার কেবল পুরুষেরা সম্মানিত হন নাই। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিমিত্ত একটী সম্মানসূচক পদের সৃজন হইয়াছে। মহারাণী বিক্টরিয়া এই পদের মস্তক। রাজবংশীয় মহিলারাও এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীও এই পদে মনোনীত হইয়াছেন। রাজবংশীয় মহিলারা ইহার অনুরূপ পদ ডিউক অব এডিনবারার বিবাহের সময় রুস সম্রাট হইতে প্রাপ্ত হন।

—বাগদাদে ইংরাজদের এক জন রাজ প্রতিনিধি আছেন। তিনি তাহার রিপোর্টে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন, সেখানে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় যে সমুদায় রাজপুরুষেরা আছেন তাহারা খৃষ্টান ও ইহুদি প্রজার উপর অতিশয় দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার তথায় খৃষ্টানদিগের অত্যাচার মুসলমানেরা যত সহ্য করে মুসলমানের অত্যাচার খৃষ্টানেরা তত সহ্য করে না, অথচ যখন তুর্কিকে অন্যায় পূর্ব্বক বল দ্বারা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে রুশিয়রা চক্র করে তখন ইংরাজেরা তাহাতে যোগ দিলেন, এবং এখনও ইংরাজদের মধ্যে অনেকে বলেন যে সুলতান খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন। পৃথিবীতে এখন ঈশ্বর রাজত্ব করিতেছেন না, শয়তান রাজত্ব করিতেছেন, এবং যাহারা পৃথিবীতে এখন প্রভুত্ব করিতে চাহেন, তাহাদের ধর্ম্মোপদেশ পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত।

—বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল সম্ভবত এখানে ১৪ই জানুয়ারির প্রাতঃবে উপস্থিত হইবেন।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, ডাক্তার গুপ্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের কর্ত্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু ইডেন সাহেব এই পদে ডাক্তার মেকিল্লি নামক এক জনকে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, কলিকাতা নগরে ইডেন সাহেব এক জন এদেশীয়কে মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। হিন্দু পেট্রিয়েট বলেন যে, বাঙ্গালার যে সমুদয় অনিষ্টকর কার্য্য ইডেন সাহেব দ্বারা সম্পাদিত হয়, সুতরাং তাহাতে তাঁহার দোষ কি, কিন্তু টেম্পল সাহেব গবর্ণর ছিলেন তখন তিনি সাধ্য মতে এদেশের মঙ্গল করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব যত অনিষ্টই করুন তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ইডেন সাহেবের ইহার কোন গুণই নাই, সুতরাং তাঁহাকে আমরা কিরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব।

—যখন হৃদয় পাত্রের প্রাণ দানের নিমিত্ত এদেশীয়েরা লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করেন তখন ইডেন সাহেব ইহাদিগকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করেন, এবং যদুনাথ গাঙ্গুলির জন্যে যাহারা আবেদন করেন তাহাদিগকেও ইডেন সাহেব গালি দেন। তিনি প্রকারান্তরে বলেন যে এদেশীয়েরা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে, ইহারা এক জন নর ঘাতকের জন্যে অনায়াসে রাজদ্বারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু এক জন ইউরোপীয় রাজা এইরূপ কার্য্য করিয়া এই রূপ জঘন্যতা দেখাইয়াছেন। বোধ হয় অনেকে জানেন জোয়াকুইম বিট্রো নামক এক জন পর্তুগিজ অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। হত্যাকারী হত্যা করিয়া গোয়াতে পলায়ন করে, কিন্তু পোলিশ তাহাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করে এবং তাহার রাজবিচারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। পর্তুগিজের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ইহার প্রাণ ভিক্ষা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরী পর্তুগিজের রাজার নিকট এই প্রার্থনা বোম্বাই গবর্ণরের নিকট অবগত করাইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে না।

—এখন নূতন যে কোন বিষয়ের আবিষ্কার হয় ইউরোপবাসীরা পূর্ব্বে চিন্তা করেন যে ইহা দ্বারা যুদ্ধের কোন উপকার হইতে পারে কি না? অনেকে জানেন যে টেলিফোন নামক একটী যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দ্বারা অতি দূর হইতে পরস্পর বাক্যালাপ করা যায়। রুশিয়রা এই যন্ত্র যুদ্ধের উৎকর্ষ সাধনার্থে নিযুক্ত করিতেছেন এবং ইউরোপের সমুদয় জাতি ইহার ফলাফল অবগত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন।

—নাগা হইতে সম্প্রতি যেরূপ সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, নাগারা এক রূপ অনুগত হইবার নিমিত্ত সম্মত হইয়াছে। তবে তাহাদের সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রধান বাধা এই যে নাগারা সকলে কর্ত্তা বলিয়া গ্রাহ্য করে এরূপ লোক তাহাদের মধ্যে নাই। পূর্ব্বে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে যে রূপ সম্বাদ দূরে পাঠান কি দূর হইতে সম্বাদ আনা এক রূপ অসম্ভব হইয়াছিল আপাতত সে সমুদয় গোলযোগ নাই।

—প্রান্ত যুদ্ধ স্থান হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, "২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সমুদয় ইংরাজ সৈন্য একত্রিত হইয়া বোরি ও পান্তাওনিপাশ অভিমুখে গমন করিতে থাকে। পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। অনেক কষ্টে সৈন্যেরা একটী পর্ব্বত শিখরে উঠে। সেখান হইতে জোয়াকিদিগের অবশিষ্ট দুই খানি গ্রাম আমরা দর্শন করি। জোয়াকিরা এক বার আমাদের প্রতি গুলি বর্ষণ করে, কিন্তু কোন রূপ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এক জন জোয়াকি প্রথম আমাদের প্রতি গুলি বর্ষণ করিয়া শেষে তরবার হস্তে ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু অবিলম্বে আমরা তাহাকে নিপাত করি। নিহত জোয়াকির মৃতদেহ তাহার স্ত্রীকে অর্পণ করা হয়। বিপক্ষেরা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে সুতরাং বোধ হয় ইংরাজ সৈন্য শীঘ্র জয়ী হইয়া পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

—মধ্য আশিয়াতে রুশদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এক খানি রুশিয় সম্বাদ পত্রে এই রূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্য আশিয়া হইতে রুশিয়াতে বৎসর বৎসর ৪৩৫০০ মন তুলা রপ্তানি হয় এবং বৎসর বৎসর এই রপ্তানির বৃদ্ধি হইতেছে। তুলার রপ্তানি যদি এরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে রুশিয়ার অন্যত্র হইতে আর তুলার আমদানি করিতে হইবে না।

—পাইওনিয়ার লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি এক জন বিদেশীয় উপস্থিত হইয়া আলাহাবাদের গোলা গুলি প্রস্তুতের কারখানার চিত্র লইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহা জানিতে পাইয়া তাহাকে আপাততঃ নজরবন্দ করিয়া রাখিয়াছেন। এবং সে কে তাহার অনুসন্ধান লইতেছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এ ব্যক্তি এক জন রুশ ছদ্মবেশে আসিয়া আর্টিলেরির চিত্রপট লইতেছিল।

—ভুপালের বেগমের মাতা যুদ্ধের সাহায্যের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা কনষ্টেণ্টিনোপোলে প্রেরণ করিয়াছেন।

—পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, এদেশে যত পুস্তক মুদ্রিত হইবে তাহার এক খণ্ড ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরিত হইবে। এখন নিয়ম হইয়াছে যে এই সমুদয় পুস্তকের নাম ও ইহার লিখিত বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরিত হইবে এবং তিনি ইহা দেখিয়া যাহা পাঠাইতে বলেন সেই সমুদয় পুস্তক তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।

—ইংরাজ রাজমন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের বয়স গত ৩১শে ডিসেম্বরে ৭২ বৎসর পূর্ণ হয়। তিনি ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বিসমার্ক অপেক্ষা ৯ বৎসরের বড়। বিসমার্ক ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১লা এপ্রেলে জন্মগ্রহণ করেন, আবার প্রিন্স গরটিসকফ হইতে ইনি ৭ [illegible] বৎসরের ছোট। গরটিসকাফের জন্ম ১৭৯৮ সালে হয়। অষ্ট্রিয়ার [illegible] খৃঃ অব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে জন্ম[illegible]

প্রেরিত

উন্নতি না অবনতি ?

আপনার ১৩ই পৌষের পত্রিকায় প্রকাশিত দাইহাটস্থ শ্রীঅঃ স্বাক্ষরিত পত্র খানি পাঠ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ তিনি লিখিয়াছেন যে উক্ত গ্রামে কাঁসারিপাড়া, সাঁখারিপাড়া, ভাস্করপাড়া প্রভৃতি পাড়া আছে, উক্ত পাড়াতে আপন আপন আখ্যাতি অনুসারে লোকেরা বাস করিয়া থাকে এবং পূর্ব্ব অপেক্ষা তাহাদের আয়েরও অনেক লাঘব হইয়াছে। বাস্তবিক সত্য, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে রেলওয়ে ছিল না, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া নিতান্ত ক্লেশকর ছিল এই নিমিত্ত যে স্থানের দ্রব্য সেই স্থানে কিম্বা তাহার নিকটাবর্ত্তী স্থানে ঐ সকল জিনিস অধিক আদরণীয় রূপে গৃহীত হইত, এখন সে দিন নাই। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া অল্প আয়াসে ও অল্প খরচে হইতে পারে, তাহাতেই জিনিস পত্রের আর সে গৌরব হইতে পারে না। বিবেচনা করুন কোন ব্যক্তি খাগড়ার বাসন ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া দাইহাটের নিধিরাম কাঁসারির বাসন লইবে? কোন ব্যক্তি বালুচর কিম্বা বেনারসী সাড়ী ত্যাগ করিয়া দাইহাটের কিম্বা বাগটিকরার ভগা তাঁতির তসর খরিদ করিবে? মহাশয় আজ কাল ১৯ শতাব্দী, এক্ষণে সাঁখার ব্যবহার প্রায় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, লোকে শিব স্থাপনা অথবা প্রস্তরে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া পূজা করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত মনে করে সে বিষয়ে আমার কোন বলিবার আবশ্যক করে না, যাহাহউক, তাহাও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে কেবল দাইহাটের ব্যবসা বাণিজ্যের হানি হইয়াছে তাহা নহে, প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানেই এই প্রকার ঘটিয়াছে, কিন্তু দাইহাটের পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমান অবস্থা যে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে ভদ্র আখ্যায়িকা নামধারী মনুষ্যগণ এ প্রকার অজ্ঞ ছিলেন যে, কথা বার্ত্তা পর্য্যন্তও কহিতে জানিতেন না, পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, দাসু রায়ের পাঁচালী ছিল, যাঁহারা পূজা এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হাজার২ টাকা ব্যয় করিতেন তাঁহারা সাধারণের উপকারের নিমিত্ত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে পারিতেন না। প্রায় আট দশ বৎসর অতীত হইল উক্ত গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সানুকুল্যে একটি বাঙ্গালা মিডিল স্কুল স্থাপিত হয় এবং বাবু কালিদাস মৈত্র ডিপুটি ইনেস্পেক্টর মহাশয় প্রতি মাসে পরীক্ষা করিতে আসিতেন, কিন্তু গ্রামবাসী মহোদয়গণ এ প্রকার মূর্খ ছিলেন যে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ও আলাপ করা দূরে থাক স্কুল পর্য্যন্তও যাইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের ভয়ানক কুসংস্কার ছিল যে স্কুলে পড়িলে খৃষ্টান হয়, এই প্রকার কুসংস্কারের নিমিত্ত আপন আপন সন্তানদিগকে স্কুলে পড়িতে দিতেন না, তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ছিল যে সন্তানেরা "বিশে পল" শিখিলে কৃতবিদ্য হইবে ও বাসনে দোকানে লেখা পড়া করিতে পারিবে। এই বদ্ধমূল কুসংস্কারই তাঁহাদের অধোনতির কারণ হইয়া বাঙ্গালা মিডিল স্কুলটি উঠিয়া যায়। কাটোয়ার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র মহাশয় পুনরায় স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন মতে কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুকম্পায় একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এবং বর্ষে২ দুই একটি বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সভ্য পদবীতে আরূঢ় হইতেছে; ইহাতে উক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ভরসা করি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আরও কিঞ্চিৎ যত্নবান হইয়া যাহাতে স্কুলটি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত হয় তাহা করিবেন। এখানে একটি হিতৈষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে যেখানকার লোকেরা টিজুলি কি টিজুরি এই কথা লইয়া তর্ক করিতেন, অধুনা তাঁহারা যে সভ্য পদবী গ্রহণ করিয়া, কত বিষয়ে কত প্রকার সভ্যতা করিতেছেন ইহা অপেক্ষা গ্রামের উন্নতি আর কি হইতে পারে?

পূর্ব্বে যেখানকার লোকেরা, দাসু রায়ের পাঁচালি, গৌরমুনির কীর্ত্তন, মহেশ চক্রবর্ত্তীর যাত্রা আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতেন, সময়ে২ যাত্রা এবং পাঁচালির দল করিয়া বিদ্যাসুন্দর, নবিনচাঁদের বিরহ প্রভৃতি গান করিতেন, ইদানীং সেই সকল মহাত্মারা যে বঙ্কিম এবং দীনবন্ধু বাবু মহাশয়দিগের নাটক সকল অভিনয় করিতেছেন ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমার বিবেচনায় গ্রামটি উন্নতি সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ। ৩রা জানুয়ারি } নিতান্ত বশম্বদ। শ্রী নিঃ—

নোটিশ।

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি (3rd February) পর্য্যন্ত দমদমার স্মল আরমস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্ত্তৃক পেটী ষ্টোরস (Petty Stores) অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রী প্রভৃতির কন্ট্রাক্টের নিমিত্ত (Sealed) অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা টেণ্ডর (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৮ সালের ১লা এপ্রেল (1st April, 1878) হইতে সন ১৮৭৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ (31st March, 1879) পর্য্যন্ত উপরিউক্ত স্মল আরমস এমুউনিসন ফাকটরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করার কারখানার আফিশে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের নিমিত্ত (Tender) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র লওয়া যাইবেক সেই সকল জিনিষের ন্যূনাধিক পরিমাণের ফর্দ্দ এবং কন্ট্রাক্ট পত্র লেখা পড়ার ফারম উপরিউক্ত স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি আফিসে (Small Arms Amnunition Factory Office) দরখাস্তকারীদিগকে দেখান যাইবে। কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

(৩) যদি কোন টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র গৃহীত হয় তাহা হইলে যাহারা টেণ্ডার দিবেন তাঁহাদিগকে কন্ট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্তাবেজ দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক টাকা কন্ট্রাক্টদারদিগকে দিতে হইবে।

(৪) দুই খান করিয়া টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র দিতে হইবে এবং তাহা ইংরাজিতে লিখিত থাকিবে। প্রত্যেক রকমের জিনিষ যে যে দরে দেওয়া যাইতে পারিবে সেই সেই দর অঙ্কপাত করিয়া ও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

(৫) কেবল ছাপা করা ফারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা ফারমের দুই খান এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খান ফারম দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

(৭) টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের(Inspector General of Ordances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন জিনিষের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই জিনিষের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(৮) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কন্ট্রাক্ট লেখা পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৯) শ্রীযুক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় উক্ত স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

(১০) যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সময় উপস্থিত হইবেন।

স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি আফিস দমদমা
৩১শে ডিসেম্বর ১৮৭৭

এ, ওয়াকর মেজর আর, এ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি

A Walker Major R A. Superintendent
Small Arms Ammunition Factory.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

স্ক্রাপ আইরন অর্থাৎ হররকমের লৌহার টুকরা বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৭৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নিম্ন লিখিত পেটা (রট) ও ঢালা (কাষ্ট) লৌহার টুকরা জিনিস পত্র বিক্রয়ার্থে মোহর করা টেণ্ডার সকল গ্রহণ করিবেন।

আইরন স্ক্রাপ কাষ্ট টার্ণিং ও বোরিংস অর্থাৎ ঢালা লৌহার বিবিধ আকারের ছাঁচ এবং উক্ত লৌহা ছিদ্র করিতে যে গুঁড়া নির্গত হয়—৬টন।

আইরন স্ক্রাপ মিকসড কাষ্ট ও রট অর্থাৎ পেটা ও ঢালা মিশ্রিত লৌহার টুকরা—২ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট মেসিনারি পার্টস অর্থাৎ পেটা লৌহার কলের কতক গুলি টুকরা—৮৫ টন।

পুরাতন ক্রসিংস অর্থাৎ লৌহা চিরিতে যে গুড়া নির্গত হয়—২৮ টন।

পেটা লৌহার টুকরা (গাড়ী ও ওয়াগণের সাজ, টেলিগ্রাফের সরঞ্জম ও ভগ্ন অস্ত্র সকল)—৩৮৬ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট স্কেলিটন হুইলস অর্থাৎ পেটা লৌহার গাড়ীর চাকার বেড়ের ভগ্নাংশ—১৯ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট টার্ণিংস ও বোরিংস অর্থাৎ পেটা লৌহার বিবিধ আকারের ছাঁচ ও উক্ত লৌহা ছিদ্র করিতে যে গুঁড়া নির্গত হয়—১ টন।

রেলের ভগ্নাংশ—৬১১ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট টাইয়ারস অর্থাৎ পেটা লৌহার চাকার বেড়ের ভগ্নাংশ—৫৪৮ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট বইলারস প্লেটস—২৯ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট ক্যারেজ ও ওয়াগন আকসলস অর্থাৎ পেটা লৌহার গাড়ী ও ওয়াগনের ধুরার ভগ্নাংশ ২১০ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট অর্থাৎ ওয়াগন আকসলস্ অর্থাৎ পেটা লোহার মাটিফেলা ওয়াগনের ধুরার ভগ্নাংশ--৪৪ টন

আইরন স্ক্রাপ রট কাট পিসেস অর্থাৎ লোহার কর্ত্তিত অংশ সকল—৫০ টন।

ষ্টিল স্ক্রাপ বেয়ারিং ও ভলিউট স্প্রিংস—২২৪ টন।

ষ্টিল স্ক্রাপ ফাইলস অর্থাৎ ইস্পাতের উখার ভগ্নাংশ ১॥০ টন।

উপরে জিনিসের যে পরিমাণ দেওয়া হইল কোম্পানি ঠিক তত জিনিস দিতে বাধ্য নন, তবে আনুমানিক উপরিউক্ত পরিমাণ জিনিস তাহাদের নিকট আছে। এবং কোম্পানি সর্ব্ব উচ্চ কিম্বা কোন রূপ টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নন।

প্রত্যেক জিনিসের সমস্ত কি কতক অংশ লইতে হইবে এবং ফি টনের মূল্য কি দিবেন টেণ্ডারদাতাগণ তাহা লিখিবেন এবং হাবড়ায় কোম্পানির যে ষ্টোর ডিপো আছে তথায় ডেলিভারি লইতে হইবে।

যদি কোন টেণ্ডার গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহার সে জিনিসের সমস্ত মূল্যের শত করা টাকা হিসাবে টাকা আমানত করিতে হইবে এবং ঐ আমানতি টাকা কন্ট্রাক্ট সুসিদ্ধ করার বন্ধক স্বরূপ থাকিবে। প্রত্যেক ডেলিভারি শেষ হইয়া গেলে স্বীকৃত হারে উহার সমুদয় মূল্য দিতে হইবে এবং এই রূপে সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। টেণ্ডার গৃহীত হইলে যে তারিখে টেণ্ডার গৃহীত হয় তাহার দুই মাসের মধ্যে সমস্ত জিনিসের ডেলিভারি লইতে হইবে। যিনি না লইবেন তিনি তাহার আমানতি টাকা হারাইবেন এবং যে সকল জিনিসের ডেলিভারি তিনি না লইবেন তাহা কোম্পানি অধিকার করিবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট টেণ্ডার সকল পাঠাইতে হইবে এবং যে মোড়কের ভিতর টেণ্ডার পাঠাইতে হইবে তাহার উপর এই কয়েকটী কথা চিহ্ন স্বরূপ লিখিতে হইবে "টেণ্ডারস ফর পারচেজ অব আইরন স্ক্রাপ" অর্থাৎ বিবিধ লৌহার টুকরা সকল খরিদ করার টেণ্ডার।

অন্যান্য বিষয় দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী,
এজেণ্ট।
Bradford Leslie,
[illegible]

কলিকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭।

ইষ্টিমার ক্যাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১৷৷০
ঐ	তৈষজ্যতত্ত্ব, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	৷৷০
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	লাউঠার বাক্স ২০ শিশি	১০
ঐ	ঐ ঐ ১০ শিশি	৬

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।
৩৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শরত সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১৲ ডাকমাসুল ৵।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব" ——বান্ধব।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।০

রায় দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত জামাই ষষ্ঠী ৵১০

যমালয়ে জীয়ান্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর ৷৷০

এই পুস্তক গুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

সতর্কতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হর চন্দ্র মল্লিকের গলিতে ৯ নম্বর ও ১০ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎ সংলগ্ন জমি আছে এবং বাগবাজার ষ্ট্রিট ১৮ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎ সংলগ্ন জমি আছে তাহা যেন কেহ খরিদ করেন না ও বন্ধক রাখেন না। প্রথোমক্ত দুটি বাড়ী নীল মনি মল্লিক এক খানি দান পত্র দ্বারা তাহার স্ত্রী শ্রীমতী বিন্দু বাসিনী দাসীকে তাহার জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া যান এবং বিন্দু বাসিনীর মৃত্যুর পর উহা চির কালের নিমিত্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসীর সম্পত্তি হইবে। শেষোক্ত গৃহটি উক্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী তাহার নিজ নামে খরিদ করেন, কিন্তু উহার দলিল দস্তাবেজ সমস্ত তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি উপরি উক্ত গৃহ ও উহার সংলগ্ন জমি সকল ক্রয় করেন কি বন্ধক রাখেন তাহা হইলে তিনি ঝঞ্ঝাটে ও গোলমালে পড়িবেন।

কলিকাতা। মহেন্দ্র নাথ হালদার
২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৭ উক্ত শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর এটর্ণী।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, জেলা বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসি গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রসাধ্য ব্রণাদি রোগ চিকিৎসক ৺বিষ্ণুহরির বংশজ আমি মহানগরী কলিকাতার শোভাবাজার নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ৪নং বাটীতে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছি। পৃষ্ঠাঘাত, ওষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ভগন্দর, অর্শ, নালিঘা, উপদংশ বিদ্রধি ইত্যাদি উৎকট রোগ আমা কর্ত্তৃক অতি উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত পারদ ঘটিত রোগের অতি উত্তম তৈল এবং সেবনীয় ঔষধ ও প্লীহা, যকৃত, রক্ত আমাশয়ের অতি উত্তম অবধোতিত ঔষধ আমার নিকট আছে। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ললিত চন্দ্র সেন তথা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ তথা শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু বেঙ্কক্লার্ক ও হাটখোলাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সমীপে আমার ও আমার চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবেক।

শ্রীহরমোহন দাস ডাক্তার।

পত্তনি দিবার

বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অনাতর কার্য্যকারক যুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিটেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পাবিবেন॥

৬ই, আশ্বিন ১২৮৪ সাল। } শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী, শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী, শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

নূতন পুস্তক!!!

ব্রত সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৵০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য

DR. H. GANGOOLY'S.

SPECIFIC PILLS.

(Infalliable cures)

Goncerhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.

with postage Rs. 2 Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম রিফ্লি লোডার মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বাকদ, কাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের

এবং

পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি

পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মূল্য ৩৲০ এবং ৬৲০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪৷৷০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১৷৷০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২৷৷০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ	ঐ	৩৷৷০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মুল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি)
কলিকাতা।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

ঔষধালয় ৩৷৷ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধাতু ঘটিত, ঔদ্ভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসরুদ্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অবস্থা হইলে সর্ব্বত্র প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা ২৷৷০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ ১৷৷০
ডাক মাশুল ইত্যাদি ১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটীতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সর্পে দংশন করিলে অবিলম্বে চিকিৎসক পাওয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়। সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে পূরণ করিবে। প্রতি আফিসে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত স্বিবন রক্ষক ১ম ভাগ মূল্য ।০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মূল্য ।০ ও বায়াম শিক্ষক ২য় ভাগ মূল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট পাওয়া যায়।

ওজামার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যানিং লাইব্রেরি কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।